হসন্তিকা

"হসন্তিকায় আগুন পোহায় কাশ্মীরী,
ঝাঁঝরা-ফুটো ঢাকনিটা তার, বুকের ভিতর রাঙা আঙার,
ফুটোয় ফুটোয় হাসির ছটা—ভায় আঁধারের বুক চিরি';
আঁচ লাগে গায়—আরাম তবু—ছেলেয় বুড়োয় রয় ঘিরি।"

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক
প্রজ্বালিত
ও
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-দ্বারা
ফুৎকৃত

* মূল্য বত্রিশ পয়সা *
* বত্রিশটি পয়সাতে *
* খেল্‌বে হাসি বত্রিশ পাটি দাঁতে! *

প্রকাশক
শ্রীপ্রিয়নাথ দাশ গুপ্ত
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত
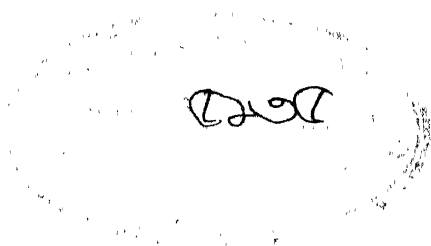
অদ্ভুত-ভূমিকা

বা

ফুৎকার

"দোয়াতে রয়েছে কালি, কলম হাতে,
কি লিখি ভেবে না পাই আচোট পাতে!"

	অত্যাগ-সহন বন্ধু! অভিন্ন-হৃদয়!
ওহে	শ্রীনবকুমার কবিরত্ন মহাশয়!
	সমপ্রাণ সখা! মোর দোস্ত্ হম্‌দম্!
মোরে	ভূমিকা ফর্ম্মাশ ক'রে ক'রেছ জখম।
	আমি বলি—হেন কাজ আমারে কি সাজে?—
ত্যাখো	বন্ধু হে! এ কাজ মোরে লাঠি হেন বাজে।
	ভূতপূর্ব্ব-কেওকেটা লিখুন ভূমিকা,
ক'সে	লিখুক সেরেস্তাদার সাহিত্যের টীকা;
	কানুন্-গোয়েরা কাব্য-কাননে চরুক,
যত	কামারে কুমোর-বৃত্তি সানন্দে করুক।
	একক্রিয় মিত্র! তুমি মোরে ছুটি দাও,—
শোনো	কেওকেটা দিয়ে দীর্ঘ ভূমিকা লেখাও;—

হাসি কারে বলে তাহা লিখুক সে তেড়ে,—
মেরে মাড়িতে হাসির জড়। মোরে দাও ছেড়ে।
তা ছাড়া, কেতাব তব হাস্য-রসাত্মক,—
হাহা ভূমিকা করিয়া হাসা ?—সে যে মারাত্মক !
তদুপরি কাগজের চড়িয়াছে দাম,—
এবে কাগজের অপব্যয় ?—আমি নারিলাম।
হেসে নাও তবে বন্ধু বিনা ভূমিকায়,
অদ্ভূত-ভূমিকা-কর্ত্তা কবির এ রায়॥ ইতি—

সদৈবানুমত
কিন্তু
ভূমিকা-লিখন-বিষয়ে ভিন্ন-মতাবলম্বী
অথচ সুহৃদ্
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পৌষ-পার্ব্বণ
তের-শ' তেইশ

সরস-সাহিত্য-সংরচনায়

সুকৌশলী,

সাহিত্য-বস্তুর বিচার-বিচক্ষণায়

সু-কৌঁসুলী,

সবুজ পত্রের

সমঝদার সম্পাদক,

সুধী,

সুরসিক ও সুপণ্ডিত

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের

সুহস্তে

সাদরোপহার।

সূচী

হসন্তিকা

শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল

[টিকীন্দ্রজিদ্দেবতা। টিকিদাসো ঋষিঃ। টিক্‌টিক্ ছন্দঃ। টিট্টিকার্য্যাং বিনিয়োগঃ মনোহর-সাঞী-রাগেন শ্রীখোলখর্ত্তালতালাভ্যাং গীয়তে]

মূল গায়েন।—

ভো ভোঃ কারণ-সলিলে কুঁকুড়িসুঁকুড়ি
ডিম্বে যেমন হংস,
আহা ছিল চইতন-চুট্‌কি আদিতে
টিকি হয় যার বংশ!
তারে 'চই' 'চই' করি আদিম আঁধারে
ডাকিল সপ্ত-ঋষি গো,
তাই 'চইতন' নাম হইল তাহার
যে নামে ভরিল দিশি গো!

তারে ব্রহ্মা কহিলা "টিকিয়া থাকহ"
তাই তারে "টিকি" কয়,
আহা মগজ-আগুন-অঙ্গার টিকি
টিকি সামান্য নয়।

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-হুম্!—তেরি না!—
টিকি রাখ,—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

হাঁ হাঁ টিকির প্রভাবে টিকিয়া রয়েছি
টিকিতেই বাঁধা বিশ্ব,
আর টিকি না থাকিলে হইত দুনিয়া
টিক্‌টিকি চেয়ে নিঃস্ব!
ওগো টিকি যেই রাখে ধর্ম্ম মোক্ষ
পায় সেই হাতে হাতে,
দেখ বিপুল টিকির বহরে উড়িয়া
বেঁধেছে জগন্নাথে!
তবে দোফলা টিকির চাষ কর ভাই,
টিকি-মূলে ঢাল তৈল,
আহা যেতে ভবপার বিনা পয়সার
টিকিট যে টিকি হৈল!

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-স্থম্‌ !—তেরি না !—
টিকি রাখ !—দেরী না-আ-আ !

মূল গায়েন।—

আহা	কামনা-বহ্নি অন্তরে যার.
	নাগর হইবে যেবা,
ওগো	সেইজন জানে টিকির কদর,
	সেই করে টিকি সেবা।
আর	টিকি না রাখিলে প্রেমিকই হয় না
	শাস্ত্রে রয়েছে লেখা,
যখন	প্রেমে হাবুডুবু, লোকে বলে "আহা
	টিকিও না যায় দেখা !"
টিকি	রোমিয়োরও ছিল—হোমিয়োপ্যাথিক,
	ইথে নাই কোনো ভুল,
পোড়ো	মগজ-মহলে মাকোষা ঢুকিলে
	বেরুবেই টিকি-ঝুল।
ওগো	মোক্ষ ও কাম পূরা হ'বে,—হও
	থরকাটা প্রেমচাঁদ,
ওরে	টিকি রাখ্ তোরা, ভব-দরিয়ায়
	টিকির জাঙাল বাঁধ।

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-স্থম্ !—টেরি না !—
টিকি রাখ।—দেরী না-আ-আ !

মূল গায়েন।—

ওগো টিকি রাখ যদি অর্থও পাবে,—
অর্থই যদি চাও,
তখন চোরাই চাল্‌তা টিকিতে বাঁধিয়া
হাত-নাড়া দিয়া যাও।
আর টাকাটা সিকিটা দক্ষিণা পাবে
হজ্‌মী টিকির জোরে,
আর রাতের ফাউল্ প্রভাত না হতে
ফেলিবে হজম ক'রে।
কহ— কুড়ি দরে তুমি মুর্গী কিনিতে ?
বয়স যখন কাঁচা ?—
বাপু ! অধম-তারণ টিকি রাখ মাথে
ভয় কি তোমার বাছা ?
দেখ ধর্ম্ম মোক্ষ অর্থ ও কাম
সকলই টিকির ন্যাওটা,
ওগো বেচাল ঘটিলে টিকি বিনা আর
কে ধরে তখন ম্যাওটা ?

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-মুম্—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

ওগো   শুধু 'এক' লেখ অর্থ হবে না,
        এলেক্‌টি দাও দিকি,
তখন   একের অর্থ হবে এক টাকা
        অঙ্কে এলেক্—টিকি।
ওই   এলেক্-টিকির দোহাই না দিলে
        তারের খবর বন্ধ,
তোমরা এলেক্-টিকি তো দিব্যি মান হে
        টিকির বেলাই সন্দ'?
দেখ   বৃক্ষের টিকি শিকড়, সটিকি
        ডিগ্‌বাজী খায় বৃক্ষ,
আর   বৃত্তের টিকি 'ট্যাঞ্জেণ্ট',—কোথি
        নাই টিকি-দুর্ভিক্ষ।
ওগো   আমরা টিকির, টিকি আমাদের,
        ঢাল তেল টিকি-মূলে,
আর   টাকে যদি টিকি নেহাৎ ঘোচায়
        (টিকি) বানাইব পরচুলে।

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-হুম্।—তেরি না!—
টিকি রাখ!—দেরী না-আ-আ!

মূল গায়েন।—

দেখ দেবতার টিকি ছিল কি না ছিল
শাস্ত্রে লেখে না তাহা,
তবে বিচারের মুখে সূক্ষ্ম টানিলে
বাহিরিবে টিকি ডাহা।
যথা ব্রহ্মার টিকি নাভির মৃণাল,
তৃতীয় চরণ বিষ্ণুর,
আর মহেশের টিকি জটাজালে ঢাকা,
টিকি-প্রতি শিব নিষ্ঠুর।
আর গণেশদাদার শুঁড়ময়ী টিকি
দাদার টিকিটি খাসা;
আর আদি-বৈষ্ণব গরুড়ের টিকি
তার যে টিকল নাসা!
আর সূর্য্যের টিকি রাহুর মুঠায়,
রাহুর টিকি সে কোথা গো?
বুঝি রাহুর টিকিটি অন্তঃশীলা
যেন ফল্গুর সোঁতা গো!
তবে দোকলা টিকির চাষ কর ভাই,
টিকি কভু নয় তুচ্ছ,

ওগো কানুর টিকি সে তৃতীয় চরণ
হনুর টিকি সে পুচ্ছ !

দোহার-কী-গোহার ।—
এ-রি-মুম্ !—তেরি না !—
টিকি রাখ !—দেরী না-আ-আ !

মূল গায়েন ।—
দেখ অসুর-পুরের শুম্ভাসুরের
টিকি ছিল তাই রক্ষে,
হুঁহুঁ নহিলে তাহারে বাগানো কঠিন
হ'ত কালিকার পক্ষে।
আহা সুরাসুর হন টিকির বাহন,
ত্রিলোক টিকি-ব্রত,
ওরে টিকি আছে ব'লে ট্রামগাড়ী চলে
নহিলে অচল হ'ত।
জড়- বিজ্ঞানে যাহা মাধ্যাকর্ষ
টিকি সেই পৃথিবীর,
সেই টিকিটি ধরিয়া সূর্য্য তাহারে
শূন্যে রেখেছে থির।
তোরা টিকির মূল্য বুঝিতে নারিস্—
এযে অতি অদ্‌ভুত,
আরে টিকি যদি হায় না থাকে মাথায়
কি ধরিবে যমদূত ?

দোহার-কী-গোহার।—

এ-রি-হুম্ !—তেরি না !—

টিকি রাখ !—দেরী না-আ-আ !

মূল গায়েন।—

আহা ! টিকি সে স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ

টিকি সে মোক্ষ কাম,

ওঁছা মুর্গীর মাথে টিকি আছে ব'লে

রামপাখী তার নাম।

হায় ম্লেচ্ছেরা এরে 'পিগ্‌টেল' বলে

অহহ শূকর-পুচ্ছ,

ওগো তোমরা আর্য্য, মর্য্যাদা রেখো

টিকিরে ক'রো না তুচ্ছ।

দেখ বানর টিকির গরিমা বোঝেনি

রাখিয়াছে টিকি পুচ্ছে,

তাই নরের মতন হ'তে সে পারেনি,

উঠিতে পারেনি উচ্চে।

মোরা পুচ্ছেরে শিরোধার্য্য করেছি

মহৎ হয়েছি তাই,

আর ডারুইন ওই তত্ত্ব লিখিয়া

করিয়াছে একজাই।

এখন টিকি রেখে পায়া ভারি হ'ল ভায়া,

আর কে মোদের পায় হে,

দেখ নরে ও বানরে তফাৎ যা' শুধু
টিকিরই মর্য্যাদায় হে!
তবে মিলি' কলু তেলি এস ভিড় ঠেলি'
(এই) টিকি মূলে ঢাল তৈল ;
আহা যেতে সশরীরে স্বর্গেতে টিকি
রাবণের সিঁড়ি হৈল।

দোহার-কী-গোহার !—
এ-রি-নুম্ !—তেরি না !—
টিকি রাখ !—দেরী না—আ—আ !

• মূল গায়েন।—
দেখ শ্রীশ্রীটিকির অপমান করি
চীনের কি দুর্গতি,
আহা বুড়া বয়সেতে আফিম ত্যজিল
হ'ল তার ভীমরতি।
যাঁহা টিকি গেল খোয়া, রাজা হল ধোঁয়া,
অরাজক হ'ল দেশ,
যত গোঁয়ারে মিলিয়া করিল দেখ না
খোয়ারের এক-শেষ!
দেখ আকাশের টিকি বিদ্যুৎ আর
পাতালের টিকি সর্প,
আর তোমরা ভেবেছ টিকি রাখিবে না
ভারি তোমাদের দর্প।

দোহার-কী-গোহার !—

এরি-ন্নুম্ !—টেরি না !—
টিকি রাখ !—দেরী না-আ-আ !

মূল গায়েন।—

ওগো যেই শোনে আর যেজন শোনায়
টিকি-মঙ্গল-গান,
কভু টাক-অসুরের কোপে তার টিকি
নাহি হয় তিরোধান।
যত টিকি-ঘেঁষা টাক সারিবে বেবাক
এ গান শুনিলে কানে,
আর টিকি-বর্জ্জিত বৃথা টাকে চুল
গজাবে টিকি-স্থানে।
ওগো টিকি-মঙ্গল গাহিবার কালে
যে করে বাহির দন্ত,
ওগো দন্ত তাহার টিকিবে না,—ঠিক্
বুড়াকালে হবে অন্ত।
ওগো জনমে জনমে পোকা হবে দাঁতে
যুগে যুগে হবে শাস্তি,
এই হাসির জন্য কাঁদিতে হইবে
মার্জ্জনা এর নাস্তি !

দোহার-কী-গোহার ।—

এরি-স্থম্ !—তেরি না !

টিকি রাথ !—দেরী না-আ-আ !

সাফ্রাজেঠ-কৃত শ্যামাবিষয়

(বাউলের স্থর)

শ্যামা গো তোর ভাগ্যি ভালো
ভোলার ঘরে পর্দ্দা নেই ;
(বুড়ো) অবরোধের ধার ধারে না
Radicalএর হদ্দ সেই !
(ও সে) গণ্ডী দিয়ে রাখ্‌লে তোরে
অস্থরের ম্যাও ধর্ত্ত কে ?
(ও তোর) ঘোম্‌টাতে নথ জড়িয়ে যেত
শুম্ভ নিধন কর্ত্ত কে ?
(আর ঐ) ভবপারের Mail Steamer-এ
কর্ত্ত কে বল্ কাপ্তেনী ?
(ছাখো) বিধি যখন দিয়েছে মুখ,
তখন সে মুখ সাপ্‌টে নি' !
(তুই) পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকিস্
Tights পরে Marine Blue.
(তা' সে) Might বলেই হচ্ছে Right,
বল্‌ছে না কেউ 'হাঁ' কি 'হু' !

(ওগো)　　সিঙ্গি-চড়া ধিঙ্গি তুমি
　　　　　　পৌরাণিকী Suffragette !
(চোখে)　　দেখ্‌ছ নাকি তোমার লাগি'
　　　　　　মুরুব্বিদের মাথা হেঁট ?
(এখন)　　ইন্দ্র ফোঁসেন "অন্দরে যাক্,—
　　　　　　সয় না মেয়ের মর্দ্দানি।"
(আর)　　চন্দ্র ঘোষেন "নারীর কেন্দ্রে
　　　　　　দেখাক্ নারী কার্দ্দানি।
(কারণ)　　ভদ্র-মেয়ের মত্ত বেশে
　　　　　　নৃত্য করার বিধান নেই,
(তারা)　　ঘাঁটবে গোময় সকল সময়
　　　　　　কাট্‌বে ঘরে সুতোর খেই।"
(হায় গো)　　ভোলানাথের কী যে স্বভাব
　　　　　　(তার) নেইক নজর কিচ্ছুতেই,
(ও তোর)　　শক্তি হাতে দেছেন বলেই
　　　　　　জিভ্‌ মেলিয়ে নাচ্‌তে নেই।

পিঁজরাপোল-ধৃত ভগবতী-বিষয়

(সুর—রামপ্রসাদী)

তুই গো বটে মেয়ে !
(আহা) চৌদ্দ-ভুবন চায় ও চরণ,
আছে চরণ চেয়ে।

দুটি পায়ের পায়ের ধূলায়
কেমনে তিন-লোকের কুলায়
তাই হ'লি তুই ভগবতী—
হ'লি গো চার-পেয়ে ॥

সিংহ তোমার শিং হয়েছে—
সদাই পাহারায় রয়েছে,
বিনোদ বেণী ল্যাজ হয়েছে
লাজের মাথা খেয়ে।
গড় ক'রে সব গড়া গড়া
(তোর) পায়ে দিল পড়িয়ে কড়া
খুর গজালো আগাগোড়া
প্রসাদ বলে গেয়ে ॥

দশা-বুতের স্তোত্র

(জয়দেবের ছন্দে)

পোলাওয়ে করেছ সুধাময় আর কালিয়ায় আতি 'টেষ্ট্‌ফুল্‌' !
মারিয়া রেখেছ সৌরভে অহো ! বিল্‌কুল্‌ !
দেবতা ! হইলে মছ্‌লি বেবাক্‌ !
বলিহারি যাই তোমারি ! ১ ।

ঝোলাতে ঢুকেছ ঝোল্‌ হ'তে, আহা ! তরায়েছ কত বোষ্টম্‌ !
ভিতরে নবনী—বাহিরে শুষ্ক কাষ্ঠম্‌ !
দেবতা ! হইলে কাছিম্‌ নাপাক্‌ !
বলিহারি যাই তোমারি । ২ ।

দশনেরি বলে আখের ক্ষেত্র কত তুমি কর নির্ম্মূল !
'হ্যাম্‌' হ'য়ে তুমি ঝোলো হে হোটেলে,—নাই ভুল !
প্রভুহে ! হইলে নধর শূয়ার
বলিহারি যাই তোমারি । ৩ ।

মোয়া দিয়ে অহো ! ছেলে ভুলাইলে—প্রহ্লাদে দিলে রাজ্য !
স্ফটিকের থাম করিলে হাঁ-হাঁ-হাঁ-হ্যাঁচ্চো !
প্রভুহে ! হইলে আধা-জানোয়ার
বলিহারি যাই তোমারি । ৪ ।

'ডোয়াফ'[?] দেখিয়া 'থোয়ার্ট'[?] করেনি বলির কসুর এই সে,
দাড়ি উপাড়িলে তাই কিহে বুকে বৈসে?
দেবতা! হইলে বেঁটে-বিট্‌কেল্‌!
বলিহারি যাই তোমারি। ৫।

মায়ের মাথায় কুড়ুল মারিয়া অবতার হ'লে পুত্র!
অহো! লীলা হেন কবে কে দেখেছে?—কুত্র?
দেবতা বনিলে,—দেখিলে না জেল্‌!
বলিহারি যাই তোমারি। ৬।

বানরের ল্যাজে জাঙাল বানালে করিলে, হে অনাসৃষ্টি,
কেতাবে রয়েছে তব 'লেবারের' লিষ্টি!
প্রভুহে! হইলে বানরের মিতা!
বলিহারি যাই তোমারি। ৭।

লাঙল ধরিলে, মদ্‌-ভাং খেলে, সাজিলে খালাসী মাল্লা!
পরিলে লুঙ্গি,—নীল-রঙা আল্‌খাল্লা।
দেবতা হইলে না লিখিয়া গীতা!
বলিহারি যাই তোমারি। ৮।

মীন-অবতারে বঁড়্‌শী গিলিয়া কষ্ট পেয়েছ 'এরিয়ান্‌'!
তিন যুগ পরে তাই হ'লে 'ভেজিটেরিয়ান্‌'!
দেবতা! হইলে ফলাহারে দড়!
বলিহারি যাই তোমারি। ৯।

পঞ্জিকা আর গঞ্জিকা বলে তুমি হবে প্রভো! কল্কি!
পুরুষে ধরাবে টিকি, রমণীরে উল্‌কি!
দেবতা! হইবে পয়গম্বর!
বলিহারি যাই তোমারি। ১০।

পোলাওয়ে মিশিলে, ঝোলাতে পশিলে, হ্যাম্ হ'লে, আধা-সিঙ্গি!
বলিরে ছলিলে, মায়েরে বধিলে, ধিঙ্গি!
বহুরূপী! রূপ ধরিলে বেতর!
বলিহারি যাই তোমারি। ১১।

আদর্শ বিয়ের কবিতা

কোরাস— { (আহা) বিয়ে করা ভারি ভালো ঢোলোক বাজিয়ে।
(হাঁ। হাঁ।) ভাড়া-করা পোষাকেতে ভালুক সাজিয়ে।

(দেখ) যে হনুর যত বিয়া সে ততই বীর।
(আর) হারেম যাহার আছে সেই তো আমীর॥
(তবে) লেগে যাও—করে নাও করে নাও বিয়ে।
(টী টী) ট্যাট্‌রা পেটার রবে সহর কাঁপিয়ে॥

(দেখ) বিয়ে করা ভারি ভালো—যদি থাক জীয়ে—
(ওই) রঙ্‌মশালের ঝাঁজে—নাসিকা ঝাঁজিয়ে॥

(ওগো) বিয়ে কর বিয়ে কর সাজিয়ে তাজিয়ে,
(ওই) ঝোপ গোঁপ ছেঁটে, খোঁচা দাড়িটি চাঁচিয়ে॥
(আহা) ভালুক সাজিয়ে চল ঢোলোক বাজিয়ে
(নৈলে) ছাঁদ্‌না-তলায় হবে বেজায় কাজিয়ে॥

(তুমি) মোটা হও, তাজা হও, হও ভাজা ঘিয়ে,
(তুমি) রাজা হও প্রজা হও করে নাও বিয়ে।
বিয়ে কর কচি খোকা জামা দিয়ে দিয়ে
বিয়ে কর দাঁত-পড়া দন্ত বাঁধিয়ে॥

(যত) পাকা চুল বিল্‌কুল কলপে কাঁচিয়ে
(আশী) বছরে করহ বিয়ে কাশিয়ে হাঁচিয়ে॥
(ওগো) বিয়ে কর বিয়ে কর কর অহরহ
(হোক্‌) নাৎনী নাথ্‌নী আর পতি—পতিমহ॥

(ওগো) চালচুলা থাকে থাক দেনায় বিকিয়ে,
(তুমি) নোঙরে বাঁধহ টিকি যাইবে টিকিয়ে॥
(হাঁহাঁ) বিয়ে কর বিয়ে কর বেহায়া বেকার
(যদি) যারি খাবে তারি কাছে জানাবে ঠেকার॥

(তুমি) বাজার যাচিয়ে করো চড়া দামে বিয়ে।
(তারো) ব্যাখ্যানা করে দিব কবিতা লিখিয়ে॥
(আহা) নাচিছে বরের বাপ তা-ধিয়ে তা-ধিয়ে।
(লেখে) পত্ত মরদ মেয়ে কোমর বাঁধিয়ে॥

(হেথা) কলমের ডগা গেল হাজিয়ে পচিয়ে
(যত) ফরমাসী বিবাহের কবিতা রচিয়ে॥
(হুঁ হুঁ) বিয়ে করা— মানে হল—ওর নাম গিয়ে—
(এই) বিয়ে করা মানে কিনা—বিয়ে—কিনা—ইয়ে॥

প্রথম-পক্ষে

ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকেই যদি, দোষ কি ?—মোটেই না।
(মোদের) অধর-সুধাই পথ্য, যখন সুধা জোটে না—
জগতে সুধা জোটেই না।
(কেউ) জান্‌বে না, ও লাজের ডালি !
(তুই) কি খেলি আর কি খাওয়ালি ;
চুরি করে চুমু খেলে (ভাই)
হেঁচ্‌কি ওঠেনা কোনোদিন হেঁচ্‌কি ওঠেই না !

দ্বিতীয়-পক্ষে

টাকাটির মতো ছোট্টো টাকটি
নিরাকার টাকা—টাক,—
এ দেখিয়া কিগো কুঞ্চিত হ'ল
তিল-ফুল জিনি নাক ?
হে মোর দ্বিতীয়-পক্ষ !
টাক প্রতি কেন লক্ষ্য ?

চুলে টাক ব'লে মনে টাক নেই,—
মনে মোর মউচাক !

কর্করে গাল পুরুষের, তাই
বিধি যে-নারীরে তুষ্ট,—
তাহার স্বামীর শিরে স্থান টাক,
ওতে কি হয়গা রুষ্ট ?
হে মোর দ্বিতীয়-পক্ষ !
টাকে যে বাড়য়ে সখ্য,
ঘন চুম্বনে কর তবে সতী
পতির টাকটি পুষ্ট।

তা' ছাড়া, টাকের যত্ন শিখিলে
টাকা হয় করায়ত্ত,
নিরাকার টাক সাকার টাকার
মালিক—এ খাঁটি সত্য—
ভুলেও ভুলোনা লক্ষ্মী !
দোজ-পক্ষের পক্ষী !
পত্নী ! আমার নাথ্নী ! আমার—
রোজগার-করা অর্থ !

গোড়াগুড়ি তুমি হ'য়ো না বিরূপ
দেখিয়া এ মোর ভুঁড়ি,
ছাঁটা-গোঁফে কেন ঝাঁটা-গোঁফ বলি'
ঝাঁজিয়া বাজাও চুড়ি!
গোঁফহীন যেই Kissটি—
সে কখনো হয় মিষ্টি?
আলুনি যেমন ব্যঞ্জন—ছি ছি
মিয়োনো যেমন মুড়ি।

শুনি নারী-জাতি পান্তা-ভাতের
গোঁড়া নাকি খুব বেশী?
তবে কেন হায় পান্তা-ভর্ত্তা
রোচে না?—এ কোন দেশী?
হে মোর দ্বিতীয় পক্ষ!
প্রসীদ! প্রসীদ! রক্ষ!
টাকে চুলে থাক্ মিলেজুলে, টেকো
সাধিছে দীর্ঘকেশী।

(ওগো) শাস্ত্রে কি বলে জানো কি তা প্রিয়ে
বলিব কি তাহা আজ?
(নিয়ে) যেতে যম-ঘরে দ্বিতীয়-পক্ষ
দ্বিতীয় পক্ষিরাজ!

তবু করি নাই শঙ্কা—

প্রাণে বাজে প্রেমডঙ্কা,

(তুমি) এবে-যদি নবডঙ্কা দেখাও

মস্তকে পড়ে বাজ।

(ওগো) প্রথম-পক্ষ পক্ষই নয়

শোনো মানময়ী নারী!

(মোর) দ্বিতীয়-পক্ষ গজায়েছ তুমি

তাই তো উড়িতে পারি।

হে মোর দ্বিতীয়-পক্ষ!

—গরবে ফুলিছে বক্ষ,

(ছাখো) আজ আমি পাড়ি দিয়ে যেতে পারি

চাই কি—চাই কি—

চাই কি—যমের বাড়ী!

তৃতীয়-পক্ষে

(সুর—"যাদের—হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে")

(ও যার) "ওগো" বল্‌তে পরাণ হ্যাদায়—

—রাঙা-আ—ও বৌ!—এসেছে সে!

(ও যে) জাবর কাটে প্রেমের নাদায়—এসেছে সে!

(যারে) নাৎনী ডাকে, পত্নী খ্যাদায়—এসেছে সে!

(যে তোর) আঁচল ধরেই ঘুরবে নেহাৎ
কাঙা-আল্—ও সেই—এসেছে রে!
(যার) ফোক্‌লা গালে ধার-করা দাঁত—হেসেছে রে!
(যার) মাথায় তুমি বুলাও না হাত—এসেছে রে!

(ও যার) কাছে এলেই গয়না পাবে—
সোনা-আর—ও বৌ—এসেছে সে।
(তোরে) দাবিয়ে যে রাখ্‌বে না দাবে—এসেছে সে!
(বরং) থাক্‌বে নিজেই তোমার তাঁবে—এসেছে সে।

(যার) তোব্‌ড়ানো গাল জারক লেবু—এসেছে সে।
(স্থাখো) কবাট খুলে ও ভাই টেঁপু—এসেছে সে।
(কেঁচে) প্রেমের হ্যাপায় হাঁপিয়ে ভেঁপু—
বাজা-আ-য়, ও বৌ—এসেছে সে!

(তোমার) ধরলে মাথা (যার) ঘুম নাহি রয়—এসেছে সে!
(সদা) হারাই হারাই এই প্রাণে ভয়—এসেছে সে!
(পাছে) আবার বিয়ে কর্ত্তে বা হয়—
রাঙা-আ ও বৌ!—এসেছে সে!

(দুই) পক্ষ গেছে খ'সে গো যার—
ডানা-আ-কাটা—এসেছে সে।

(তার)   ভর্সা কি আর ?   ভাষ্যি কি আর ?—
                কপা-আল্-ফাটা—এসেছে সে !
(আহা)   মড়াঞ্চে প্রেমে যে মড়ার
                বেজা-আয় আঠা—এসেছে সে !

রাত্রি বর্ণনা

ঘড়িতে বারোটা, পথে 'বরোফ্' 'বরোফ্'
লোপ !
উড়ি' উড়ি' আরসুলা ছায় তুড়িলাফ্ !
সাফ্ !
পালকী-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে
তুড়ে !
আঁধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উঁচা
ছুঁচা !
পাহারা'লা চুলে আলা, দিতে আসে রোঁদ্
খোদ্ !
বেতালা মাতালগুলা খায় হাল্‌ফিল্
কিল্ !

*   *   *

তন্দ্রাবশে তক্তপোষে প্রচণ্ড পণ্ডিত
চিৎ।
যুৎ পেয়ে করে চুরি টিকির বিদ্যুৎ
ভূত !
নির্-গোঁফের নাকে চড়ে ইঁদুর চৌ-গোঁফা
তোফা !
গণেশ কচালে আঁখি, করে সুড়সুড়

স্বপ্নে ঢ্যাখে ভক্তিভরে খুলেছে সাহেব
জেব !
পূজ্য হন্ গজানন তেড়ে শুঁড় নেড়ে
বেড়ে !

* * *

ত্রিশূন্যে ঝুলিয়া মন্ত্র জপিছে জাদুর,
বাদুড় !
ছেঁচা-বোঁচা কালপেঁচা চেঁচায় খিঁচায়,
কি চায় ?
সিঁধ দিয়ে বিঁধ করে মাম্‌দোর গোর
চোর !
আবরি' সকল গাত্র মশা ধরে অন্তে
দন্তে !

জগৎ ঘুমায়, শুধু করে হাঁকডাক
নাক!
স্বপনের ভারি ভিড় দাঁত কিড়্মিড়্
বিড়্ বিড়্ বিড়্!

নাক-ডাকার গান

(সুর—"উলু নয় রোদন-ধ্বনি"।)

স্বামী নয়, ঘুমের শনি,—
প্রাণ কাঁপে নাকের ডাকে ;
বাপ মা যখন পাত্র ছ্যাখেন
ছ্যাখেন-নি ঘুম পাড়িয়ে তাকে।
নাকে তার হরবোলার বাসা
আর বিড়ালের ঝগড়া খাসা,
ইচ্ছা করে সাহস ভরে
নস্যি পূরে দি ওই নাকে।
'মোষ পোড়া খাও' বলি যত,
নাকের ডাক কি বাড়ে তত,
অবলা আজ নিদ্রাহত
নাকের পাঞ্চজন্য শাঁখে।

জবান্‌-পাঁচিশী

(কস্যচিৎ পঞ্চবাণপ্রপীড়িতস্য)

(আমি)　　তোরে ভালোবাসি, লো স্থাথন্‌-হাসি !
　　জাদু কিয়া মুঝে তুঁহি ;
(এখন্‌)　　চুমু দিতে গেলে চুমকুড়ি দিয়ে
　　কথং হসসি ?—ব্রূহি ।
(ছি ছি)　　Feeling বোঝোনা, দুধে ঢালো চোনা,—
　　তুমি কি প্রেমিকা নও ?
(এই)　　Tempo de dolci sospiriতে—
　　(দুটো) পীরিতির কথা কও ।
(শুধু)　　কথা ফিস্‌ফাস্‌ মধুনিশ্বাস,—
　　এই তো সময় তার,—
　　হউ এ তো বখৎ আবীয়ো ;—ছি ছি ছি—
　　ফের হাসি ?　বারবার ?
(ওহো)　　In aure mea resonat প্রিয়া !
　　Tinnitus amoris,—
(প্রাণে)　　পীরিতির তুম্‌—তানা— নানা ; তুই
　　খিল্‌খিল্‌ কি হাসিস্‌ ।
(হায়)　　চুমুর ক্ষুধায় মোর প্রাণ যায়…
　　চুমু-ভুক্‌চানি লাগে,

(আর)　চুম্‌কুড়ি দিয়ে তুমি মজা ত্থাখো ?—
　　অঙ্গ জ্বলে যে রাগে ।
(ওগো)　নাই কি পীরিতি ?　কাঁইকি ইম্‌তি ?—
　　ইম্‌তি করুচ কাঁই ?
　ভালোবাসা ও কি ভাল্লুক-জ্বর ?
　　এই আছে এই নাই ?
(ওগো)　তা যদি না হয়, হইয়া সদয়
　　Feeling কোরো না মাটি,
(অমন্)　চুম্‌কুড়ি দিয়ে কোরো না বাহির
　　দাঁত বত্রিশ-পাটী ।
(সখী)　কেন emotion মাটি কর ?　ধন !
　　আধা পথে দাও shock ?
　আনা হাব্‌বক্ আনা ঘ্যইদক্
　　(তোমায়) দেখেছি যে ইস্তক ।
(ওগো)　তব প্রেমাতুর je suis l'amour
　　কাঁচি-কপ্ চানো গুঁপো,
(ওই)　পায়ে তেল দিতে হবে জেনে বিধি
　　করেছে আমায় কুপো ।
(জানি)　জানি আমি কালো, তুমি অতি ভালো,—
　　স্তটাচখ্ স্থন্ত্বর,—
　কটা চোখে তবু কৃপা-কটাক্ষ
　　করেছিলে মোর 'পর ।

(হায়) তাহানি আচিলোঁ। লরা মই,—আমি
তখন ছিলাম খাসা,
(আর) নেই পছন্দ হয়েছি মন্দ,
(তাই) ভালবাসা নিয়ে হাসা!
(কি কি?) চুমুতে তোমার হাসি আসে? সে কি?—
চুমু কি গো কুতুকাতু?
আথু ইরুক্কু মাত্তাতু—মিছে—
উঁহুঁ—আথু য়েইলাতু।
(ছুটে) চলে যাই তবে যা হয় তা হবে,—
তোমোকাকু য়ুকি মাশো;
তুমি নও মোর ভাবের ভাবিনী
তুমি যে বেফাঁস হাসো।
আমি গম্ভীর প্রেম-কুম্ভীর
তুমি ভালবাস ফষ্টি;
(আর) কত ঘুরাইবে নাকে দড়ি দিয়ে
(এই) পীরিতি-ডোবার মোষটি।
হো কেটি কাঞ্চি! রূপসী মান্‌ছি,
পাথর তবু ও-প্রাণটা,
(আমি) পাথরে পীরিতি আছড়ে ফেলেছি,
আঁখি থির, দেহ ঠাণ্ডা!
(মোর) আচোট হৃদি যে আঁৎকে উঠিছে
ও হাসির চোটে হায় গো,

হাই-সুঙ্-নিঙ্ হামোও নিগাজে,—
  আয় ঘুম ! ঘুম আয় গো !
তুমি সব পারো Esto e claro
  বুঝেছি পরিষ্কার,
বাস্ রে ! সাবাস্ ! Blaghadariu Vas !
  ধন্মি ! নমস্কার !
(হায়) নির্ম্মম তব হা-হা-হা খি-খি-খি
  (শুনে) কাঁপে কচি প্রেমটুক্,
  বো-বো-বো য়া-হাহা উক্-হু-হু হাঁকে
  (যেন) কঙ্গোর নরভুক্ !
(আমি) চাঁগিয়া মানুখ্ কেন দাও দুখ
  C'est etrange ! C'est unique !
  আমি তোরে ক্ষমা করিতে পারি না
  Gott sei guch gnadig.
এনেনাস্ফতা—নাই গুনা-খতা—
  তবে এ কি গুনাগারী !
(এ কি !) চোখে কেন জল করে টলটল ?—
  শক্ত বলেছি ভারি ?
কাঁদিছ পষ্ট ! হায় কি কষ্ট !—
  Askopos a luba !
আই-আই-আই ! Papai ! Papai !
  এ কি করিলাম ? তোবা !

(ভ্যাখো) খাট হ'য়ে থাকে মল কানটাকে—
লুতুর পেঠেই এম্ ;
(শুধু) কেঁদ না ফুঁপিয়ে কেটনা কুপিয়ে
That's no fair game.
(আমি) নিজেই জানি না নিজেই বুঝি না
নিজের মনের ভাব ;
(হায়) এ কি জাঁক ? এ কি প্রেমের দেমাক ?
(কিবা) প্যারি গোদেল্ লিবাব্ ?
শক্ত ব্যারাম !—আমায় আরাম
করিতে পার কি হায় ?—
নি-উঙ্গ ইনিকো পেঙম্ উঙ্গ-আ ?
ঠেকেছি বিষম দায়।
নাচ্ তাঁ য়েই না আঁগন বাঁক্ড়ে,
খুঁৎখুঁতে কিনা মন,
বিনা দোষে তাই রেগে হই টঙ্
বলি কত কুবচন !
(ওগো) এ বারের মত নাকে দিনু খত
মাপ কর হে প্রেয়সী !
(নৈলে) উড়্নির আড়-ঘোমটা টানিয়া
গোসা-ঘরে গিয়ে পশি।
(ওগো) হয়ো না অবুঝ ধুয়ে গেল রুজ্
আঁখি-জলে গলে রং,

(মরি)　এ কি দুর্জ্জয় মান !—পিয় সহি !
　　সিঢ়িলহি দাব গং !
(চেয়ে)　দ্যাখো একদম—মন্ তু শুদম্—
　　কামায়েছি গোঁকদাড়ি,
(এখন)　তব তজবিজে সাজাহ শেমিজে
　　পরাও তেপেড়ে শাড়ী।
(দ্যাখো)　ভাষাপঞ্চকে গাঁথিলেন শ্লোকে
　　রায় গুণাকর ধীর ;
(আর)　তোমারে তুষিতে জবান্-পঁচিশী
　　রচিল কলম্গীর।
অয়ি সুলোচনা, ভুল কোরো না এ
　　নয় পণ্ডিতপনা,
(ইথে)　পণ্ডিতী আর যমজ তাহার
　　Pedantry তুলোধোনা।
তোমারে হাসাতে অশেষ ভাষাতে
　　বিশ্ব-Esperanto
করেছি রচনা, অয়ি সুলোচনা
　　মোছো আঁখি, হও শান্ত।
(তবে)　ফিক করে হাসো যদি ভালোবাসো,
　　চুমু কিবা চুম্কুড়ি—
যা দাও তাতেই খুসী হব—চুম্-
　　কুড়ি যে চুমুরই কুঁড়ি !

ছাগল-দাড়ি

(বিধি) ছাগল-দাড়ি যারে দেছে তারে
(কেন) ছাগল-দড়ি দিয়ে বাঁধিব না ?
(কিবা) বপুটি লোমে কালা
গড়িল খোদাতালা
হ'লে যে হ'তে পারিত শাল-দোশালা,
অথবা রস্থনে কিছু ঝাল-মশালা
মিশায়ে তোরে কেন রাঁধিব না ?
(তব) কণ্ঠরবে হ'য়ে ঝালাপালা
(ধোপা) অনেক ধাওয়া ক'রে হ'ল আলা,
(যদি) ও গলা নিরুপম
নিকটে ভাঁজ মম
সজোরে ভ্যাভ্যাস্থরে
গাধার দাদাসম,
মাথাটা ধরে যদি
শুনি তোর সারেগম
তবে তো আমি তোরে চা দিব না।
গোঁফেরি ঝোপেঝাপে
নাকেরি খোপেখাপে
লুকায়ে রাখ রাগ-

রাগিণী চুপে চাপে,
নহিলে তোরে স্থাথ্
উড়ায়ে দিব তোপে
কিন্তু অনুতাপে কাঁদিব না।

রাম-পাখী

(সুর—"শ্যাম শুক পাখী সুন্দর নিরখি")

রাম নামে পাখী সুন্দর নিরখি'
রাঁধুনী ধরিল ধুচুনী-ফান্দে,
(ও তার) তদবধি মন রন্ধনে বিমন
(ও সে) তেঁতুলে শুকুতা রান্ধে!
(তারে) ক্ষুদ্ কুঁড়া ধান দিয়ে
তারে পুষি পালি শিখাইল বুলি
(ও সে) ডাকিত কোঁকোর-কোঁ বলিয়ে।

(এখন) হয়ে অবিশ্বাসী সে মোরগ-খাসী
পালায়েছে ঘর ত্যজে,
সন্ধান করিতে পাইনু জানিতে
কু-বুঝা খেয়েছে ভেজে।
নালিশ জানাতে তব আদালতে
র াঁধুনী পাঠাল মোরে

(এখন)　তব তজবিজে ধরিব আমি যে
　　　　　　সে ভিজে-বেড়াল চোরে।

অম্বল-সম্বরা কাব্য

অম্বলে সম্বরা যবে দিলা শম্ভুমালী
ওড্র-কুলোদ্ভব মহামতি, বঙ্গধামে
নিম্বশিম্বি গ্রামে, মধ্যাহ্ন-সময়ে আহা!
তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন, মরি, রান্ধিয়া সুমতি
প্র-পঞ্চ-ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে ;
আম্বা করি' পুনঃ ঢালিলা জাম্বাটি ভরি'
খাব বলি'; কহ দেবী তম্বুরা-বাদিনী!
কোন্ জাম্বুবান নৈল মুগ্ধ তার ঘ্রাণে
আচম্বিতে? জম্বুদ্বীপ হৈল হরষিত!
কম্বুরবে অম্বুনিধি মহাতম্বী করি'
আইলা অম্বল-লোভে লোভী ; শম্বুকেরা
কৈল হুড়াহুড়ি জলতলে, জম্বুকেরা
হুক্কা-হুয়া উঠিল ডাকিয়া দ্বিপ্রহরে
দিবাভাগে! জগদম্বা-হস্ত-বিলম্বিত
শুম্ভ-নিশুম্ভের কাটা-মুণ্ডে শুষ্ক জিভে
এল জল ; জগঝম্প বাজিল দেউলে।

সন্ন্যাসী কম্বলাসনে চোখাইলা মুখ !
বোম্বায়ের আঁঠি ফেলি বিম্বোষ্ঠী দৌড়িলা !
সুদুর শহরে হোথা চেম্বারে চেম্বারে
হাসিল গ্রাম্ভারি যত জজ ! লম্বোদরী
হাঁচিলা হিড়িম্বা বনে ; শাম্ব দ্বারকায়।
গোপাঙ্গনা ভুলিলা দম্বল দিতে দৈএ !
অম্বলের গন্ধে দই জমিল আপনি !
কম্বক্তা সম্বরাসুরে না করি' বম্বার্ড
দম্ভোলি নিক্ষেপি' ইন্দ্র সে অম্বল-লোভে
দাম্বাল উলঙ্গ হুম্বো চাষা-ছেলে সাজি'
আইলা শম্ভুর দ্বারদেশে ! গোষ্ঠে গাভী
কৈল হাম্বারব। হাম্বীর ভাঁজিল গুণী
মনোভুলে পোড়াইয়া অম্বুরী তাম্বাকু !
কিম্বদন্তী কয়, চুম্বনে অরুচি হৈল
নবদম্পতীর সে অম্বল-গন্ধে মুগ্ধ-
মন। হৈল ভিনিগার বোতলে শ্যাম্পেন
ঈর্ষ্যাবশে। হিংসাভরে রম্ভা হৈল বীচে।
কলম্বোর কুম্ভকর্ণ জাগিল ; কবরে
মোল্লা দোপিয়াজা দিল্লীধামে, ফুল্লমন
সম্বরা-সৌরভে ! কৈলাসে স্বনামধন্য
শূলী শম্ভু বাজাইলা আনন্দে ডম্বরু
মালীশম্ভুকৃত অম্বলের গন্ধামোদে,

দিগম্বর ববম্বম্ বাজাইলা গাল !
পুষ্পবৃষ্টি হৈল নীলাম্বরে—জগবন্ধু-
সূপকার উড়িষ্যার রন্ধন-গৌরবে !
গেরম্বারি শম্ভুমালী কিন্তু নিজমনে
কোনোদিকে বিন্দুমাত্র না করি দৃক্‌পাত
জাম্বাটি উজাড় কৈল গাবু-গাবু রবে ॥

সর্ব্বশী

(নিরামিষ নিমন্ত্রণে নাতিদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস)

নহ ধেনু, নহ উষ্ট্রী, নহ ভেড়ী, নহ গো মহিষী,
হে দামুন্যা-চারিণী সর্ব্বশী !
ওষ্ঠ যবে আর্দ্র হয় জিহ্বা সহ তোমারে বাথানি'
তুমি কোনো হাঁড়ী-প্রান্তে নাহি রাখ খণ্ড মুণ্ডখানি,
জবায় জড়িত গলে লম্ফশূন্য সুমন্দ গতিতে,
ব্যা-ব্যা-শব্দে নাহি চল সুসজ্জিত হনন-ভূমিতে
দুষ্ট অষ্টমীতে ।
গ্রাম্য দাগা-ষাঁড় সম সম্মানে মণ্ডিতা
তুমি অখণ্ডিতা !

বাওয়া ডিম্ব-সম আহা ! আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি উদিলে সর্ব্বশী !

বঙ্গের সুবর্ণ যুগে জন্মিলে কি ধনপতি-ঘরে
ক্ষুরে ক্ষুরে ক্ষুধা-খণ্ড তৃষা-পিণ্ড ল'য়ে শৃঙ্গ পরে !
খুল্লনা লহনা দোঁহে বাগ্বিতণ্ডা বন্ধ করি স্বতঃ
পড়ে ছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত বুভুক্ষা নিয়ত
করিয়া জাগ্রত।
পুঞ্জ কৃষ্ণ লোমাচ্ছন্না বোকেন্দ্র-গন্ধিতা
তুমি অনিন্দিতা।

ওই দেখ, হারা হ'য়ে তোমা ধনে রাঁধে না রন্ধসী,
হে নিষ্ঠুরা—বধিরা সর্ব্বশী !
ভোজনের সেই যুগ এ জগতে ফিরিবে কি আর ?
বাসে-ভরা বাষ্পে-ভরা হাঁড়ী হতে উঠিবে আবার
কোমল সে মাংসগুলি দেখা দিবে পাতে কি থালাতে,
সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের দংশন-জ্বালাতে
তপ্ত ঝোল-পাতে !
অকস্মাৎ জঠরাগ্নি সুষুম্না সহিতে
রবে পাক দিতে।

ফিরিবে না ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে সৌরভ-শশী,
পাকস্থলী-বাসিনী সর্ব্বশী !
তাই আজি নিরামিষ-নিমন্ত্রণ আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার মহাবিরহের তপ্ত শ্বাস মিশে বহে আসে,—

পূর্ণ যবে পংক্তিচয় দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি
ব্যা-ব্যা-ধ্বনি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশী
হায় সর্ব্বনাশী !
তবু স্মৃতি—নৃত্য করে চিত্তপুরে বসি'
সুমাংসী সর্ব্বশী !

শ্রীশ্রীরওগনযুষ-রসাভিলাষী

শ্রীপাট ঝুরোলুশি-গ্রাম-নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভূরিভোজনবল্লভ
গোস্বামীকৃত

কাশ্মীরী কীর্ত্তন
বা
কাশ্মীরী মচ্ছব বর্ণন

(১)

(আহা) যে ছাগের লোমে শাল হয়, একি
সেই ছাগলের মাংস ?
(ইথে) পাতকী জীবের হয় কি জিভের
বোধোদয় কতকাংশ ?
(যার) গুণের বাখান বিদ্যাসাগর
করিলেন নিজ গ্রন্থে
(সেই) শৈশবে শ্রুতকীর্ত্তিরে মোরা
কাটিব কি আজি দন্তে !

(কোরাস) { তাক্ শিন্ তেরে কেটে তাক্ !
(এ কি) Luck ! আহা একি Good Luck !

এই শীত-নিবারণ লোমশ ছাগের
মাংস—পুরাণে শুনি গো—
নাকি গোপনেতে উদরস্থ করিয়া
হইল লোমশ-মুনি গো !
তার গায়ে গজাইল কাশ্মীরী শাল-
জামিয়ার বিনা-খর্চ্চায়,
তবে লেগে যাও মিতে ! তদ্গত চিতে
লুচি ও পাঁটার চর্চ্চায়।

কোরাস্ { তাক্ শিন্ তেরে কেটে তাক্ !
(আমরা) খেতে থাকি তোরা দিতে থাক্ !

আহা পাঁটার ছেঁচ্কি, পাঁটার ঘণ্ট,
পাঁটা-পোড়া পাঁটা ভর্জ্জিত,
আর পাঁটা-সিদ্ধ ও পাঁটার মালপো
থরে থরে হের সজ্জিত !
এ কি পাঁটার কালিয়া পাঁটারি হালুয়া
পুলিতে পাঁটার ছাঁই যে ;
কিবা Carnivcrous কারখানা এই
কাশ্মীরী খানা ভাই রে !

কোরাস্ { তাক্ শিন্ তেরে কেটে তাক্ !
(তোর) থাক টিকি—খুড়ি ব'লে চাখ্ !

ওহো মাংস খুঁড়িয়া লাড্ডু করেছে,
মাংসের রসমুণ্ডি,
আর পাঁটা কিমা করি' পায়স বানায়ে
ভরিয়া দিয়াছে 'কুণ্ডি' !
যে আদিতে মাংস অন্তে মাংস—
(এরা) পাঁটা খায় হয়ে মরিয়া,
ওগো ছায় নি তো এই জলের গেলাস
(পাঁটার) অশ্রু-জলেতে ভরিয়া ?

কোরাস্ { তাক্ শিন্ তেরে কেটে তাক্ !
(পেটে) পাঁটাভূত ডাকে ভ্যাভ্যা ডাক !

ওগো শালের খাতিরে মারা যায় যারা
দারুণ শীতের কষ্টে,
সেই শালেমার-চারী ভেড়া ও ছাগলে
চেপে ধরো দাঁতে ওষ্ঠে।
যার খুরের চাট্নি খাইয়া একদা
রাজা লোম-পাদ হ'ল রে,
তারে নিষ্কাম মনে তোলোরে বদনে
তোলো তোলো ভ'রে তোলোরে !

কোরাস্ { তাক্ শিন্ তেরে কেটে তাক্ !
থাক শিং পেটে ভ'রে রাখ !

দেখ ভেবেছিনু আছে সসেমিরে হ'য়ে
হিন্দুর রসায়ন হে !
এবার কাশ্মীরে এসে হইল মোদের
সেই ভ্রম নিরসন হে !
ও ভাই কাশ্মীরী কুক্-কৃত যে রসুই
তার রসে রসি মোদ্দা,
মোদের হিন্দুব রসায়নী বিদ্যায়
ভারি বেড়ে গেছে শ্রদ্ধা !

কোরাস্ { তাক্ শিন্ তেরে কেটে তাক্ !
(যত) কাশ্মীরী কুক বেঁচে থাক্ !

বোলো—

শাল-দোশালা-শালী ছাগল-কুল-কী
—জয় !
পট্টু পশ্মিনা পিন্ধন—গাড়ল-দল-কী
—জয় !
মর্ত্ত্য-কার্ত্তিকেয়ানন্দ-শিখি-গোত্র-নিঃস্যন্দ
অমৃত-পিণ্ড-খণ্ড রাম-পাখী-কী—জয় !

বোলো—

অস্মদ্-প্রতিভা-প্রসূত কাশ্মীরী খানা কী
—জয় !

রসুই-রসায়ন-রসিক পাণ্ডে-মহারাজ কী
—জয় !

প্যাণ্ড্যাং কী—জয় !

বাবর্চ্চি কী—জয় !

মসাল্‌চী কী—জয় !

পরিবেষণকারী কী—জয় !

খিদ্‌মদ্‌গার কী—জয় !

(করতালে) ঝন—নন—নন—নন

নন—নন—নন—নন

ঝ্যাঞ্জাং !

মদিরা-মঙ্গল

(লালপানির উপর অকস্মাৎ করবৃদ্ধি উপলক্ষে ভুক্তভোগীর খেদোক্তি)

মগু আমার ! পানীয় আমার !
সরাব আমার ! আমার Peg !
কেন কোম্পানী নজর দিল গো ?
কেন হল এই Duty Plague ?
কেন গো তোমার বাজার চড়িল ?
কেন গো ললাটে উদিল মেঘ ?

চৌদ্দ ভুবনে ভক্ত যাহার
ডাকে উচ্চে "আমার Peg !"
(কোরাস্) কিসের দুঃখ কিসের চিন্তা
কিসের Duty কিসের মেঘ ?
Buy যদি নাই করে গো সবাই
Steal, Borrow কিবা করিবে Beg !

যার খরস্রোত রুদ্ধ করিতে
বুদ্ধ স্বয়ং মানিল হার,
ত্যজি' কাজ-কাম দাদা বলরাম
আজীবন সেবা করিল যার !
তৈমুর লং ল্যাংড়া হইল,—
অর্থাৎ কিনা ভাঙিল Leg,
তুই তো না সেই ইষ্টদেবতা
তুই তো না সেই মিষ্ট Peg !
(কোরাস) কিসের দুঃখ······

সোমরস-রূপে একদিন যেই
হেলায় যজ্ঞ করিল নাশ,
তান্ত্রিকতার স্কন্ধে চড়িয়া
আর্য্যভূমির ঘটাল ত্রাস ;

"কারণ" নামেতে তিব্বত, চীন,
জাপানে লইল নূতন 'ভেক্‌'
তার 'পরে কিনা Duty চাপিল
তাহারে ধরিল Duty Plague !

(কোরাস)   কিসের দুঃখ······

যাহার প্রভাবে ইংরেজি শিখি'
বর্জ্জিল টিকি 'এক্সু'র দল,
বর্জ্জিল গাঁজা-গুলির সঙ্গে
পাজির নাজির পাঁজীর ছল।
যাহার প্রভাবে মোগল-প্রতাপ
ধীরে ধীরে হয়ে গেল রে Vague,
ধন্য আমরা যদি জুটে যায়
অদ্য তাহারি দু'এক Peg !

(কোরাস)   কিসের দুঃখ······

এখনো উঠিছে চন্দ্র সূর্য্য,
শাস্ত্র মিথ্যা হবার নয়,
শাস্ত্রে বলেছে সাত-সাগরের
একটা শুধুই মদিরাময় !
সেই সাগরের তীরে যাব মোরা
সেখানে তো নাই Duty Plague

শাস্ত্র হবে না একেবারে মিছে,—
সাগর না থাকে, আছে ত Lake !
(কোরাস) কিসের দুঃখ……

তোমার লাগিয়া খোশ্-মেজাজেতে
কত লোক Break করিছে Neck,
নাবালোক কাটিতেছে Hand-note !
সাবালোক কাটিতেছেন Cheque !
নিরামিষ এই যকৃৎটা শুধু
বৈরাগী সম করিছে Shake,
রাজ্ঞী আমার ! মাগ্‌গি আমার !
ভাগ্যি আমার ! আমার Peg !
কিসের দুঃখ……

যদিও আজিকে Duty বসেছে
ভাগ্য-গগন হয়েছে ঘোর,—
কাটিবে ও মেঘ,—Duty উঠিবে,—
ফাটিবে আবার বোতল তোর !
পিপা পিপা মোরা কিনিব তখন
বোতল-ক্রেতাকে Deuce take ;
Brandy আমার ! ঠাণ্ডি আমার !
স্বর্গ আমার ! আমার Peg !

(কোরাস)	কিসের দুঃখ কিসের চিন্তা ?
কিসের Duty কিসের মেঘ ?
Buy যদি নাই করে গো সবাই
Steal, Borrow, কিবা করিবে Beg !

সিগার-সঙ্গীত

"দাঁতে চাপিয়া চুরুট চোঙা—
আমি দেখেছি দেখেছি তোমারি ধোঁয়া !"

(১)

হে সিগার ! তুমি মোর ভাবের ট্রিগার !
ভাবি শুধু কেন তুমি হ'লে না bigger ?
তা' হলে একটিবার জ্বালি দেশালাই
বেলান্ত যে দেখিতাম ধোঁয়া আর ছাই।
তোমার ও নীল ধোঁয়া রচিত আকাশ,
নীল ছাই উড়ে নীল করিত বাতাস,
লীলায়িত নীলে নীলে হতাম নিলীন,
মৃত্যু-নীল হ'ত পৃথ্বী—হ'ত রবিহীন।

(২)

হে সিগার ঈজিপ্সীয় ! ঈপ্সিত ! সুন্দর !
ক্লিয়োপেট্রা-প্রেতিনীর ছায়া-কলেবর

নিহিত তোমার গর্ভে রয়েছে গোপনে,
ধোয়াঁয় সে রূপ ধরে—বিহরে স্বপনে,
তাই তো মদির তুমি ; ওগো অপরূপ !
ও Eager চুমা পেলে হব আমি চুপ ;—
মুখ হয়ে যাবে বন্ধ, চলিবে কলম,
মগজে ডাকিবে ঝিঁঝি—বিশ্ব থম্‌থম্‌ ।

(৩)

হে সিগার ! তুমি মোর বাণী-পূজা-ধূপ,
চক্রে ধায় তব ধোয়াঁ Looping the Loop !
মগজের অলিগলি গরম করিয়া
কুণ্ডলিয়া তব ধোয়াঁ বেড়ায় চরিয়া ।
গুপো-সন্দেশের চেয়ে তুমি মোর প্রিয়,
স্ত্রীর চেয়ে তুমি মোর নিকট-আত্মীয় ;
পরিহিতব্রত তুমি দধীচির চেয়ে—
নিত্য কর আত্মদান হাভানার মেয়ে !

(৪)

হে সিগার ! তুমি মোর ভাবের সবিতা,
ভস্ম শেষ হয়ে তুমি প্রসব' কবিতা !—
মগজের নীড়ে মোর, অথবা কাগজে
রেখে যাও কৃষ্ণ-রেখা অতীব সহজে !
আমারে যশস্বী কর নিজে হয়ে ছাই,
ত্রিভুবনে কোথাও তুলনা তব নাই !

সিগার ! ফিনিক্স-পাখী ! মরিয়া-অমর !
তব ছাই মোর কাব্যে শোভে থরে থর।

(৫)

হে সিগার ! অবসরে তুমি মোর গতি,
তোমারে জ্বালায়ে করি তন্দ্রার আরতি ;
তোমারি ধোয়াঁয় নীল সাগরের ঢেউ,—
যে সাগর লঙ্ঘন করেছে কেউ কেউ।
সাগরে ঢেউয়ের খেলা—তোমারি সে খেল্,
যে সাগর-পারে আহা রয়েছে নোবেল্ !
ও বেল পাকিলে, বল, কিবা আসে যায় ?
সিগারের ধোয়াঁ ছাড়ি সাগর-বেলায়।

(৬)

হে সিগার ! ফুস্ফুসের হে Grave-digger !
তোমারে আরাধ্য ব'লে করেছি স্বীকার।
তুমি চির-নিরাধার ওগো ব্রহ্মদেশী !
সংহত আপনা-মাঝে বালখিল্য-বেশী !
দিগ্বসনা দিগঙ্গনাগণের নগ্নতা
হরিছ হরির মত ! একি কম কথা ?—
ধোয়াঁয় দ্রৌপদীশাড়ি বুনিয়া বুনিয়া
দিকে দিকে বিতরিছ—ঢাকিছ দুনিয়া !

(৭)

হে সিগার! নিরাধার! তুমি দিগম্বর!
কল্কে-বাহনেতে তুমি করনা নির্ভর;
চিটাগুড় নহে তব মিষ্টতার হেতু,
তোমার সাযুজ্যলাভে হুঁকা নয় সেতু;
আপনি পাইপ তুমি, নিজে আল্‌বোলা,
তাই তো তোমার গুণে ভোলানাথ ভোলা।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন তোমারে ধোয়ান্‌,
কল্কেটি কেড়েছ তাঁর—সাবাসি জোয়ান্‌!

(৮)

হে সিগার! সেবি হে তোমারে দিনযামি,
তোমার বিরহে কভু বাঁচিব না আমি।
চেয়ে-চেয়ে দেখি যবে তব ধূমোদ্গার,
অনন্তের স্বাদ যেন লভি হে সিগার!
Beleaguered আত্মা মোর বন্দী সম, হায়,
মুক্তির আনন্দ লভে ও তব ধোয়াঁয়।
যতদিন যমে ফাঁক না-করে দু' ঠোঁট,
ঠোঁটে ও চুরোটে মোর রবে এক-জোট।

(৯)

হে সিগার! তুমি মোর হরিয়াছ ঘুম,
আরাম-কেদারা ঘিরি কুণ্ডলিত ধূম

বাসুকির মত ফণা বিস্তারিছে তব ;
আমি যেন শেষ-শায়ী নারায়ণ নব
তোমার প্রসাদে হৈনু, নব বৃন্দাবনে
কলির গোকুলে, আহা ! হেন লয় মনে !
চোখে ঘুম নাই তাই কি দিবা রজনী,
সদা ভাবি ভুঁড়ি ফুঁড়ি ওঠে পদ্মযোনি।

(১০)

হে সিগার ! প্রেমাগার ! সে সখা সিগার !
জানি যাহা লিখিলাম এ অতি meagre
তব গুণ তুলনায় ; হে অনন্তরূপ !
বাখানিতে তব তত্ত্ব হ'য়ে যায় চুপ্
এ দাস তোমার প্রভো ! ভোঁতা হয় নিব্—
অনন্ত স্পন্দনে বুক করে ঢিপ্ ঢিপ্
পিকা তুমি উড়িয়ার, মেড়ুয়ার বিড়ি,
স্বরগের স্বপনের ধোয়াঁ-ধাপ সিঁড়ি !

মৌলিক ঝাঁকামুটে

(ঐ) কলেজ ষ্ট্রীটের ঝাঁকা-মুটে,
(ওর) ঝাঁকায় কত ঘণ্টা বাঁধা !
(আহা) ওর যে কত কেরামতী
(আমি) একমুখে কি বল্‌ব দাদা !

চলেছে ও হন্‌হনিয়ে—
ঘণ্টাগুলো ঠন্‌ঠনিয়ে ;
(ওর) মোটের ভিড়ে ফুরসুৎই নেই,
(দেখ) গোঁফে ধুলো, নাকে কাদা !
নাগ্‌রী, ফারসী, ইংরেজী বই
বয়েছে আর বইছে কতই ;
(আহা) মাথায় ক'রে বয় বেচারা
(কত) গরুর-গাধার নোটের গাদা !
বাছে না নতুন পুরোনো,
নাই মোটে নাই বালাই কোনো
(ও) পাঁজীও বয়, পয়জারও বয়,—
মোট ছাড়ে না—নয় ও হাঁদা
(ওর) চেলা হ'য়ে খইরু পাঁচু
ফিরছে পিছে কাচুমাচু,
(বেবাক) অবাক হ'য়ে দেখ্‌ছে কেবল
(ওর) ছাগ্‌লা দাড়ি, নাক্‌টি খাঁদা !
অলিগলি কাগ্‌জীপাড়ার
ওর মতন কেউ চেনেই না আর,
(যত) দপ্তরী আর বুক্‌সেলারে
তারিফ করে ওর জেয়াদা।
প্রায় দিন্‌ই ঢের আন্‌কো লোকে
পুছ্‌ করে গো রাস্তা ওকে,

(ওকে)　　ডেকে কথা কয় কতদিন
ডেড্-লেটারের ডাক-পেয়াদা—
(সেই)　তক্‌মা-পরা ডাক-পেয়াদা—
কোম্পানীর লোক ডাক-পেয়াদা !

(অমন)　Original কুলির কুলে
ওর মত আর নাইক মূলে ;
(ওর)　মুটেগিরির ঢন্‌ঢনানি
(যেন)　　বাড়ছে খেয়ে ছোলা-আদা !
দীঘির পাড়ে আছেন সাগর—
অম্‌নি শাদা অম্‌নি ডাগর ;
(ওগো)　ওরো না-কি হবে ষ্টেচু—
(ওই)　　কেতাব-কুলির বস্‌বে ষ্টেচু,
(যত)　　খইক্কু বেচু তুল্‌বে চাঁদা !

সদারঙ্গ-স্তম্ভে উৎকীর্ণ

কুক্কুটপাদ মিশ্রের প্রশস্তি

কেন বাজে ঢোল ?—কেন এই জাঁক ?
কেন সোরগোল ?　কেন ওড়ে কাক ?
ভন্ ভন্ করে মাছি ঝাঁকে ঝাঁক—
কিসের লভিয়া গন্ধ ?

শান্‌কীতে কেন রাধাবল্লভী ?
কোথা হ'তে এল এতগুলো লোভী ?
ছাঁদা বাঁধিবার কোন্ ছল লভি'
এসেছে যতেক 'মন্দঃ' ?

কোন্ মহাজন উজলি' ভুবন
যশের সাগরে খাইল চুবন ?
অথবা পাইল Derby Coupon ?
স্বপনে বা হল সিদ্ধ ?

বাঁধা-বটতলা আঁধার করিয়া
কে এল গো কোন্ বিদ্যা-দরিয়া ?
মানের লোভে কে হইল মরিয়া ?
কোন্ অবিবেকী বৃদ্ধ ?

কাগ্‌জীপাড়ার আড়া-ভরা ধন
কে বহিছে শিরে গন্ধমাদন ?
কলিতে করে অসাধ্য সাধন
কোন্ অদ্ভুত-কর্ম্মা ?

গবেষণা-গুরু গ্রন্থ বিপুল
নাবালক দিয়ে লেখাল আমূল
কিছু না খরচ করি বিল্‌কুল—
জোর পাঁচসিকা ফর্ম্মা।

পাতি লেখকের প্রিয় আদর্শ
Mediocrityর হৃদয়-হর্ষ
খাড়া-বড়ি-থোড়ে কি উৎকর্ষ
সাধন করেছে সেই গো ?

(আহা) কেরামতী ওর কাগজে পড়িয়ে
কবরে কাহারা উঠেছে ডরিয়ে !
পরের প্রাপ্য পকেটে ভরিয়ে
নাচে ও যে তাতাথেই গো।

যাক্ গে ; এখন বোঝা সে নামাক্,
থাক্ দু ছিলিম দা'কাটা তামাক্,
টিকিটা বাঁচিয়ে মাথাটা কামাক,
পেতে দে পেতে দে দর্ম্মা !

ইহাঁরে করিতে শিখিলে খাতির
হ'বে অবসান জাড্য-রাত্রির,
করেছেন মুখ রক্ষা জাতির
কুক্কুটপাদ শর্ম্মা। *

* From the Journal of the Learned Society of Nowhere-in-Particular.

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি B. E.

বিশ্বকর্ম্মা! তুমি নাকি ভারি নিপুণ শিল্পে?
বিশ্ব-ব্যাপার বজায় রাখ গেঁথে গেঁথে পিল্পে?
তারা দিয়ে পুল ক'রেছ শূন্যে খিলান ক'রে,—
মস্ত মস্ত সূর্য্যগুলো তোমার কলেই ঘোরে,—
তোমারি আর্ট ঐ জিনিষটা যারে বলে Nature?
আচ্ছা আমায় বোঝাও দেখি Header কি আর Stretcher
চুপ্‌টি করে চল্লে যে হে কথার জবাব দাও,
Header Stretcher কারে বলে—নাইকি জানা তাও?
ওঃ বুঝেছি, তোমার বুঝি Empirical knowledge!
পাশ করনি? ডিগ্রি নেইক? মাড়াওইনি কলেজ?
পাশ কাটাচ্ছ? টের পেয়েছ আমি একজন B. E.
হাঃ হাঃ দাদা! এখন যদি পদটা কেড়ে নিইই—
বিদ্যা তোমার প্রচার ক'রে?—কর্ত্তে পারো কিছু?
পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে মাথা ক'রে নীচু।
একটি সর্ত্তে তোমায় আমি ক'র্ত্তে পারি মাফ্,
Resign দাও,—পাশ-করাদের রাস্তাটা হোক্ সাফ্!
Resignation শিক্ষা হয়নি? দেবতা তুমি ভারি!
তোমার মতন দেবতাগিরি আমিও কর্ত্তে পারি।
B. E এবং বিশ্বকর্ম্মায় মাত্র তফাৎ এই—
B. E.র একটা ডিগ্রি আছে;—বিশ্বকর্ম্মার নেই।

ছুঁচো-বাজীর দর্শক

আমরা দেখি ছুঁচো-বাজী !
আগুন লেজে, ছুঁচো লাফায় তেজে
ভ্যাথায় সে যে কী কারসাজি !
কতই কোঁচায় হঠাৎ চোঁচা-ঢুকে
পোড়ায় ভাঁজে ভাঁজে থাম্‌কা রুখে,
ঝাঁজরা করে আহা ! কতই আঁচল
আবরু হরে লোকের পাজী।
মজা দেখি আমরা তফাৎ হ'তে,
গুটিয়ে কোঁচা চুটিয়ে বেদম
লুটিয়ে হাসি নানান্ মতে !
দৈবে যদি কভু নিজের কোঁচা
পোড়ায় ছুঁচা চুপে বল্‌ব 'ওঁচা' ;
নইলে মোরা কেবল করব তারিফ
(মিলে) হাকিম-হুকিম-কোটাল-কাজী !
ফোড়ে চাষা ঘাটের মাঝি
বলব সবাই "বাঃ বা ! বা ! জী !"
পণ্ডিত-পিয়ন সমান রাজী !

কদলী-কুসুম

কদলী-কুসুম ! তোরে ভালবাসি, ভাই,
(তুমি) ওজনে ফুলের রাণী—ভোজনেও তাই !
সকল ফুলের আগে বাখানি তোমায়,—
(ও গো) সব আগে গণেশ যেমন পূজা পায়।
নিতান্ত স্বদেশী তুমি একান্ত বাঙালী,
(আহা) যে না গাহে তব গুণ—তার গোঁফে কালি।
কদলী-কুসুম ! অয়ি ঘণ্টেশ্বরী ! মোচা !
(সারা) পৃথিবীর যত ফুল তোর কাছে বোঁচা !
রসনার তৌলে করি সৌন্দর্য্য বিচার,
(ও গো) সমালোচকের দল ! প্রসীদ এবার।
"অন্ধ অনুকারী" যত বঙ্গ কবিবর,
(আহা) তাই হয় নাই মোচা তোমার আদর।
উদয় হয়েচে চাঁই এবে অকস্মাৎ,
(জোরে) চেঁচায়ে যে ক'রে দিতে পারে বাজীমাৎ।
স্বভাব-কবি সে নহে—স্বভাব-ক্রিটিক্,
(ঠিক) টিক্‌টিকি সম সদা করে টিক্ টিক্।
নিয়েছে সে তোর দিক 'উপেক্ষিতা' বলি'
(মরি) তোমারে মাথায় করি' ফিরে গলি গলি।
হামেশা ফুকারি' ফিরে হামবড়া-চাঁই,
(বলে) 'হাম্বা' রবের বাড়া রব আর নাই !

ফিরেছে ফিরেছে মোচা ! অদৃষ্ট তোমার,
(আজ) গোলাপ, কদম্ব, পদ্ম তোর কাছে ছার।
ছিলে মোচা, হয়েছিলে মাঝে কলা-ফুল,
(তুমি) কদলী-কুসুম এবে বিধি অনুকূল !

হরফ্ রিপাব্লিক

(যে দিন)

টাইপ্-মেশিন্ আন্‌লে দেশে হরফ্-রিপাব্লিক্,
হাঁফ্ ছেড়ে সব বাঁচ্‌ল হরফ্, ফর্শা হল দিক্ ;
কারো ঘাড়ে রইবে না কেউ সিন্ধবাদের মত
আঁকড়ে কোমর পাকড়ে গলা—পরাণ ওষ্ঠাগত।
চ্যাঙ-দোলা কেউ কাউকে নিয়ে করবে না এর পর,
বর্ণমালায় থাকবে না আর অর্দ্ধ-নারীশ্বর।
খবর যেমন গেজেট হ'ল—সেই নজীরের জোরে
বেরিয়ে এল 'ঙ' 'ঞ' অজ্ঞাতবাস ক'রে।
প্রথম-প্রথম থতমত 'ওয়াঁ' 'ইয়াঁ' করে,
গেঞো ভেবে ছল ধরে সব—হেসে পরস্পরে ;
গোয়াঁরেরা ঠ্যাঙা উঁচায় ছেলেরা ভ্যাঙ্চায়,
ব্যাঙের মালা গেঁথে ধাঙড় দিচ্ছে ছেড়ে গায় !
সকল সয়ে রইল তারা,—বল্‌লে গো বরং—
সঙের আধা 'ঙ' বটে, নয়কো "ঙ" সঙ্,

অনুনাসিক গোত্র মোদের, আমরা সবাই বীর—
'ন' 'ণ' 'ম'য়ের দাদা—যেমন ভীম আর যুধিষ্ঠির।
কদর মোদের বোঝ যদি দেখাব কুদরৎ,
কত কথায় করছি বিরাজ তিলে তৈলবৎ।
এই না বলে 'ঙ' 'ঞ' শিঙায় দিল ফুঁ
কাণ্ড দেখে অবাক,—কেউ আর বলে না হাঁ হুঁ।

*　　*　　*　　*

রঙ্গে এল গাঙের ফড়িঙ্ কনুঞ্ উঁচু করে,
রাঙা ফুলের মধ্যে ঝিঁঝি শুঞো ঘোরায় জোরে ;
ডাঞ্নী ডেঞে পিঁপড়ে এলেন বুকে হেঁটে হেঁটে,
উচ্চিঙড়ে উদয় হলেন গাছের বাকল কেটে ;
ডোঙায় এলেন কোঙা হ'য়ে গোসাঞ্ এবং মিঞা,
ঠোঙায় এল ঝিঙা-ভাজা, ডিঙায় এল টিঞা ;
গোঙা ছিল কোঙারের ঝি টোঙা উল্টে পড়ে,—
জলটুঙিতে ফেলে এল টাট্কা জুঞের গোড়ে ;
খুঙির মাঝে পুঁথি ছিল—পঞ্হ মিলিন্দের,
ফুঙি এসে ব্যাখ্যা করেন নূতন করে ফের ;
মাঙ্না ঘোঙা মোঙা ছিল সাঙায় কদিন আজ,
শিঙের আওয়াজ পেয়েই সে বার করেছে ভট্টাচায্;
ভুঞার মেয়ে এলিয়েছে চুল লুটিয়ে পড়ে ভুঞে,
অলক বয়ে সুগন্ধি জল পড়ছে চুঞে চুঞে,

টাঙি কাঁধে ভুটিয়া এলো রঙিন টুপি মাথে,
সঙের মত চেহারা তার বাঁশের চুঙি হাতে ;
ভাজা পুলির জন্যে এল নারিকেলের ছাঞ্‌—
বিধিলিঙের ছাত্রগুলোর পেট করে চুঞ্‌চাঞ্‌ ;
চাঞের কাছে খবর গেল চাঞ্‌ তো রেগে কাঞ্‌,
কেঞ্‌ চুমিতে কেঞের বাড়া বরের খুড়োর থাঞ্‌।

* * * *

হাঁ হাঁ ক'রে এই সময়ে উঠ্‌ল সকল গাঞ্‌,
'আর প্রমাণে কাজ কি ?' বলে মিঞা আর গোসাঞ্‌,
ঙ-এর দল যে ভারি বুঝল সকল লোক,
ফ্যাল্‌ফেলিয়ে লক্ষ জোড়া রইল ড্যাবা চোখ।
অনুনাসিক পাণ্ডুকুলের 'ঙ' যুধিষ্ঠির,
আঙ্‌রাখা-গায় পাগড়ী-মাথায় বস্‌ল সভায় বীর ;
একটি জোড়া মুগুরে ঠেস্‌ দিয়ে ঞ-ভীম
বুক চিতিয়ে বস্‌ল এসে আফিঙ্‌ খেয়ে ঝিম্‌।
দেখছ কি আর শুন্‌ছ কি আর ভাব্‌ছ কি আর ধন ?—
জয় যে তাদের কায়েম, যাদের পক্ষে জনার্দ্দন !
কাঞ্‌-কাঞ্‌-কাঞ্‌ বাজে কাঁশী ভয় কিছু নাই আর,
লাগ্‌ বঙা-বঙ্‌ বাজায় নেচে বিদুর অনুস্বার।

শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্রসারঃ

(বাস্তুঘুঘুরুবাচ)

(স্থাথ) কাব্য লেখ বস্তুতন্ত্র বাঁচিবে যদ্যপি।
(ওগো) ফুল ছেড়ে কণ্ঠে গেঁথে পর ফুলকপি॥
(বস্তু-) তন্ত্র মতে গোলাপ চামেলি চাঁপা ওঁচা!
(আহা) ফুল বটে ফুলকপি আর ওই মোচা॥
(ছি ছি) অবস্তু আতর কেন মাথ বাছাধন।
(হাঁহাঁ) গন্ধ চাই? শিরে ধর শ্রীগন্ধমাদন॥
(স্থাথ) সর্ব্বগ্রাহ্য বস্তুতন্ত্র, নাই ইথে ধোঁকা।
(মরি) ফুল ঢোকাইয়া নাকে যেন ফুল শোঁকা॥
(ওগো) বস্তুতন্ত্র আমসত্ত্বে থাকিবেক আঁশ।
(আর) খুঁজিলে আঁটিও পাবে করহ বিশ্বাস॥
(শামা) কোকিল কি পাপিয়ার কোরো না তারিফ।
(ওগো) বস্তুতন্ত্র চেনে শুধু মোরগ-স্নাইপ্॥
(মোর) বস্তু-তন্ত্র বিনা কারো নাই কোনো পন্থা।
(অহো) বস্তু-কেঁচো তুলিবারে বস্তুতন্ত্র খন্তা॥
(স্থাথ) পক্ষীকুলে হাড়গিলা বস্তু-পরায়ণ।
(বস্তু-) তন্ত্রমতে সেই সরস্বতীর বাহন॥
(বলি) তামাক খাওয়ার অর্থ জানে বল কারা?
(ওই) বস্তু-তন্ত্র সুখা-খোর বেহারী বেহারা॥
(কিন্তু) খাবি-খাওনের অর্থ নাহি পাই ভাবি।
(কারণ) বস্তুতন্ত্রবিদ্ আজো খায় নাই খাবি॥

অ !

এই চট্ করে যাহা বলে ফেলা যায়
চুট্কি তাহারে কয়,
ওগো ছোট লেখা যত লেখে ছোটলোকে
জানিবে সুনিশ্চয়।
ওই চুট্কি রচনা কেট্ কেট্ গ্র্যাম্
বিকি-কিনি চলে চোটে,
ও যে ফুট্-কড়ায়ের ছুট্কো বেসাতি
হুণ্ডি চলে না মোটে।
ভুয়ো সজ্নের খুঁটি চুট্কি রচনা
দেখিতে নিরেট বটে,
ভায়া ভর দিলে তারে ভেঙে পড়ে চাল
আয়ু-সংশয় ঘটে।
ওগো লিখো না চুট্কি, লিখিলে পড়িবে
যশোভাগ্যেতে দ',
আর পণ্ডিত-সভা পুছিবে না তোরে
দুখ না ঘুচিবে।—
(কোরাস)... ... অ !

দেখ চুট্কি সূত্র গোটা সত্তর
লিখিল সাংখ্যকার,

তাই কন্‌ফারেন্সে ডায়েসের পরে
চেয়ার পড়েনি তার।

দাদা তিনটি ভালুমে লিখিলে মালুম
হইত এলেম যত,

আর দর্শন-শাখে হত যোগে-যাগে
শাখা-পতি অন্তত।

হায় অল্পে সারিতে মরিল বেচারা
লিখে হ য ব র ল,

এই জম্বুদ্বীপে কোনো ফেলোশিপে
বক্তা না হল।—
(কোরাস)... ...অ!

দেখ হাফেজ কেবল চুটকি লিখিল
ফেজ খোয়াইল তাই,

আর রবি শেলি রুমি বার্ণস হাইন
পড়ে সে কজন ভাই?

হোথা শ্লোক তিন টন লিখি মিল্‌টন
অমর হইল ভবে,

লোকে পড়ে কি না পড়ে জানেন বিধাতা
হরি হরি বল সবে।

ওগো লেখ লুসিয়াড্‌ লেখহ মেসায়া,
অথবা রৈবতক,

আছে   সস্তার ছাপাখানা যত দিন
        রইবে সে ইস্তক।
আর   বিপুল গতর দেখি কেতাবের
        দুনিয়াটা হবে থ,
যত   বেকার ক্রিটিক্ ভুলি টিক্‌টিক্
        'ঠিক্' 'ঠিক্' করে—
        (কোরাস)...   ... অ!

দেখ   ছ-শো-পাতা রেগুলেশন নভেল
        বটতলা লিখেছেন,—
বাপু,   বঙ্কিম যার তুলনে চুটকি
        bamboor কাছে cane!
এখন!   বাঁশের চাইতে যাঁহাদের মতে
        কঞ্চি অধিক দড়,
হায়   তাহারা বলিবে চুট্‌কি লেখক
        বঙ্কিমবাবু বড়!
হা হা   কাঁচা মগজের ধাঁচা ও যে—ও কি
        লিটারেচারের ল,
ওগো   চটক-মাংস চুটকিতে পেট
        ভরে না মোদের!—
        (কোরাস) ···   ... অ!

দেখ দু-এক অঙ্কে মেটারলিঙ্কী
চুটকি নাটক আছে,
হুঁ হুঁ দাঁড়াতে কি তাহা পারে দেড়-সেরী
যাত্রা-পালার কাছে ?
ওগো চটক দেখিয়া ভুলিও না কেউ,
ভুলিও না চুটকিতে,
বড় মজা পাবে রায়-মশায়ের বড়
গীতাভিনয়ের গীতে।
তাহে পাবে খাঁটি সুর—যেন চিটা গুড়—
হবু-চিনি সে যে raw,
আর চিটা সে শুদ্ধ, চিনি অশুদ্ধ—
শাস্ত্রে লিখেছে।—
(কোরাস) ... ... অ!

দেখ বিশ্বামিত্র আড়াই ছত্রে
রচিল গায়ত্রী,
উহা চুটকি বলিয়া পাইল না ঋষি
ফলারের পত্রী।
শেষে প্রলয়-পয়োধি গরাসিল বেদ
চুটকির ঝুলি বলি,
অহো মীনরূপে হরি চুটকি চুনিল,
ঘোর কলি! ঘোর কলি!

ওরে দেবতার লীলা মানবে ছলিতে,
ছলে ভুলিও না ভাই,
চুপ্ রাঘব-বোয়াল কাব্য এখনি
ভাষা-জলে দিবে ঘাই !
ওগো কলমের ডগে ফাৎনা লাগাও—
নড়িও না এক য'
ওরে চুটকি ছাড়িলে রাঘব-বোয়াল
চারে আসে হ্যাথ।—
(কোরাস) ... ... অ !

দেখ রৌদ্র-রসের চুটকি রচনা
লা-মার্সে ইজ্ গান,
ও সে চুট্কি বলিয়া হল না আদর
হল না ক সম্মান।
এখন যুদ্ধের কালে গাহে ইউরোপ
হোমারের ইলিয়াদ্,
ওরে চুটকি ছাড়িয়া মহাকাব্যের
মহা মহা খাতা বাঁধ।
ওরে বড়-বড় বই লিখে ক্রমশই
মানুষের মত হ !
দেখ্ ধারে না কাটিস ভারে কেটে যাবি,
কাটা নিয়ে কথা।—
(কোরাস) ... ... অ !

ওরে ইতিহাস কেউ লেখেনি চুটকি
কিম্বদন্তী জুড়ি',
ঢালি তিন পয়সার তাম্রশাসনে
টিপ্পনী ত্রিশ ঝুড়ি।
আর গুরু-গম্ভীর বিজ্ঞান-পুথি
পড়ানো হবে না পুত্রে,
ওতে চুট্‌কি ঢুকেছে, লিখেছে—বিজলী
ধরেছে ঘুড়ির সূত্রে।
আর চায়ের কেট্‌লি ঢাকন ঠেলিয়ে
নাচন দেখায় তারি।
হল হাজার চুট্‌কি গল্পের ভারে
ভিজা কম্বল ভারী।
যদি পুছ 'কেন মাথে চুট্‌কি ?' ও যে গো
আত্মা-বটের ব,
ওগো ও যে চৈতন, চাঁই হয় উহা
চুটকি দলের।—
(কোরাস) … … অ!

ওগো চুট্‌কি লিখিলে থেকে যাবে মনে
আরসোলা-চাটা-ভয়,
হয় কীর্ত্তি-লোপের সুবিধা বেজায়,
ছোট আর লেখা নয়!

লেখ এমন গ্রন্থ যাহা পাঁজাকোলা
করেও না যায় তোলা,
আর চারি যুগে চাটি ফুরাতে নারে যা
দুনিয়ার আরসোলা।
ওরে লেখ ব্যাসকূট দাঁতে বিস্কুট
'আদা জল খেয়ে ল'
শুধু বিরাট হলেই হইবে কেতাব
অজর অমর।—
(কোরাস)··· ··· অ!

দেখ বিনা-সম্বল বেকার উড়িয়া
চুটকির কাম করে,
ও সে ভিক্ষার চাল জড়ো করি শেষে
বেচে গো সুবিধা দরে।
ওগো চুটকি লেখা যে চুটকির কাম,
উড়িয়ার কাজ ভাই,
উহা তোমরা করিলে আমরা সবাই
লজ্জায় মারা যাই।
ছি ছি চুটকি ঘৃণ্য দৈন্যের ধ্বজা,
ছুটি শুধু তার ভালো,
ওগো পণ্ডিত-শির নারীর চরণ
চুটকিতে করে আলো!

ওরে　　এ দুটি চুটকি রক্ষা করিয়া
　　　　রণে আগুয়ান হ,
আর　　চুটকি-নিধনে চ' রে ভাই, জিভে
　　　　দিয়ে খরশান।—
(কোরাস, হাই তুলিতে তুলিতে)··· অ!

কাশ্মীরী ভাষা

(ওভাই)　　খাসা ভারি খাসা কাশ্মীরী ভাষা,
　　　　(ওরে) মূঢ় মন শিখে নে তুই তবে ;
(আহা)　　দোফলা স্বর্গে চল্‌তি যে বুলি,
　　　　(মুখে) সে বুলি বলিলে পুণ্য হবে।
(তবে)　　কান করি খাড়া মুখ করি হাঁড়া
　　　　বস জোড় করি দু' হাত ক্রোড়ে ;
(দেখ)　　হেসনা অমন বোকাটিয়া হাসি,
　　　　(ও মন) হাওয়ায় চপল দাড়ি না ওড়ে!
(দেখ)　　ইয়াদ্ রাখিবে যত্ন করিয়া
　　　　শেষে যেন সব না হয় ভুল,
(এই)　　পাম্-পোষ মানে পা-পোষ নয় রে,
　　　　পাম্-পোষ মানে পদ্মফুল!
(শোনো)　　ছুরু ও কাণ্টা নয় ছুরি কাঁটা,
　　　　মৎস্য তাহারা রাখিবে মনে ;

(আর)　　নাক মানে নয় ঘ্রাণের গন্ত্র,
　　নাক মানে ফল—ফলে যা' বনে।
(অহো)　　বই মানে নয় পুঁথি কি কেতাব,
　　বই মানে ভ্রাতা—না কই বাজে ;
বেঙি মানে নয় স্ত্রীজাতীয় ব্যাং,
　　বেঙি—সেই—দ্যায় ভাই-ফোঁটা যে।
মোচ্ মানে নয় গুম্ফ কি দাড়ি,
　　মোচ্ মানে জেনো জননী মাতা ;
কাশ্মীরী মোল্ ইংরেজী নয়,
　　মোল্ মানে পিতা জন্মদাতা !
পান্ মানে পাতা, কালা মানে মাথা,
　　নয় কালাচাঁদ—নয় কালিয়া !
"উচু নীচু !" মানে "দেখহ বৎস !"
　　এ ভাষা মগজ-গোল্মালিয়া !
(তবে)　　পুণ্য থাকুক মাথায়, এ ভাষা
　　শিখিতে হইলে যাব যে ক্ষেপে,
(এই)　　ভুঁই-স্বরগের ভুঁই-ফোঁড় বুলি
　　(এর) হদিস্ না পাই জুথে কি মেপে !
গোছ্ মানে গোঁফ, ছেড়ে দিনু Hope,
　　গুচ্ছি অর্থ ব্যাঙের ছাতা !
ডাল্ মানে নয় ভাতের দোসর,
　　ডাল্ মানে হ্রদ, হায় বিধাতা !

নাগ নয় ফণী, নাগ সে ফোয়ারা,
জমীদার মানে লাংলা চাষা,
(ইথে) দখল না হ'তে মাথা বে-দখল,
বেঁচে থাক্ মোর বাংলা ভাষা।

রাজা ভড়ং

(সুর—"I am a marvellous Eastern king")

পায়েতে লপেটা, শিরেতে তাজ,
অধুনা শ্রীশ্রী—শ্রীমহারাজ—হম্!
রাজা ভড়ং!
গদি পাওয়াবধি খুব কড়া,
নিচ্ছি নিজহাতে—গড়গড়া—হম্!
রাজা ভড়ং!
মম কুল বুঝি সূর্য্যকুল্—
তাই তো গোলালো—নাইক ভুল—ভ্রম্!
রাজা ভড়ং!
ঘোম্‌টা-পুঁটুলি রাণীরা মোর
চলে দাপটিয়া ঝম্ ঝমর—ঝম্!
রাজা ভড়ং!
বিষম-সমর-জবর-জং
ইঁদুর নড়িলে গা করে ছম্—ছম্!
রাজা ভড়ং।

তাকিয়াটি ভারি দরকারী
আমি ঢেঁড়সের তরকারীর—যম !
রাজা ভড়ং !

সফরে যখনি চলি স্বয়ং
ফটাফট্ ফোটে পট্‌কা চম্—চম্ !
রাজা ভড়ং !

হাতী চ'ড়ে ফিরি পাই খাতির,—
আমাতে ছেলেরা দেখে হাতীর—ঢং !
রাজা ভড়ং !

জঙ্গলে থাকি জংলী নই,
চাঁদা সই করে দিতে না হই—গম্ !
রাজা ভড়ং !

বাজাতে জানি মাদল অহং
হাঁকাইতে আমি পারি গো টম্—টম্ !
রাজা ভড়ং ।

বিয়ে "কুড়ো বা লিজ্যে" গো,
হুনর দেখাতে ইচ্ছে গো,—কম ?
রাজা ভড়ং !

ভুঁড়ি নিয়ে কিছু আছি কাবু,—
পাশ ফিরে শুতে যায় বাপু—দম্ !
রাজা ভড়ং !

লাগিনে কোনো প্রয়োজনেই,
বাড়িয়া চলেছি ওজনেই—হম্!
রাজা ভড়ং!
মির্চ্চা ছাতুতে কচরকুট,
শিরেতে মুরেঠা চরণে বুট—সং!
রাজা ভড়ং!
ভাংচিতে ভুলে ছাড়িনি ভাং,
না চ'লে চলেছি সোজা জাহান্—নম্!
রাজা ভড়ং!
আমি স্বয়ং রাজা ভড়ং,
ভাড়াটে ভড়ঙ্ ও ভাঙেতে ভম্,
যদিচ খেতাবী প্রতাপী তথাপি
বেশকৃই পোসাকী—রাজা ভড়ং!

গন্ধমাদন

(সুর—"মেবার পাহাড়!")

গন্ধমাদন! গন্ধমাদন!
উপাড়িল যারে বানর-বীর,
বিরাট গর্ব্ব একটা সে যেন
মর্কট এবং মর্কটীর!

রাজ্য করিত সেথা হাহা হূহূ
বুদ্ধিবিহীন দুই স্থবির,
হনু নাড়া দিতে করি 'আহা উহু',
হাঁটুর মধ্যে লুকাল শির !

গন্ধমাদন চক্ষে দেখিনি—
গল্পে শুনেছি বাল্মীকির ;
তবু ভাব লাগে—খাইরে বিষম—
কপালে চক্ষু—চক্ষে নীর !

গন্ধমাদন ! গন্ধ মাদন !
জুড়িয়া বসিলে সাগর-তীর ;
সন্ধান বলে দিয়েছিলে রামে
তব বিশল্য-করণীটির
লক্ষ্মণ যবে হয়েছিল কাবু
তীক্ষ্ণ সায়কে ইন্দ্রজির,—
অর্থাৎ কিনা ইন্দ্রজিতের
মিলেরও তো রাখা চাই খাতির।
গন্ধমাদন চক্ষে দেখিনি······ইত্যাদি

গন্ধমাদন ! গন্ধমাদন !
গলিয়া পড়িছে—কি মুস্কিল—

বাঁধা খাতা মোর হয় বা বাতিল্—
সামাল্ রে! দ্বারে লাগারে খিল্।
যাহারে বহন করিবার কালে
হনু ভরতের খাইল ঢিল,
ঢল্-চুরি হনু করিল সে দিন
কারণ সে ঢিল—নহে তো কিল।
গন্ধমাদন চক্ষে দেখিনি......ইত্যাদি।

গন্ধমাদন! গন্ধমাদন!
গন্ধর্ব্বের বিষয় স্থীর,—
মৈনাক সম ডুবালে কি নাক
অতল গর্ভে অম্বুধির?
নীল জলে কেন রুচি হে তোমার,
লবণ যে অম্বুধির নীর;
তুমি কি হে কালাপানির মাতাল
লালপানি তুমি চাখ নি? বীর!

গন্ধমাদন চক্ষে দেখিনি
গল্পে শুনেছি বাল্মিকীর,
ভাব লাগে তবু হই জবু-থবু,
কপালে চক্ষু—চক্ষে নীর!

কেরাণী-স্থানের জাতীয় সঙ্গীত

(সুর—"ধাও ধাও সমর-ক্ষেত্রে")

ধাও, ধাও, চাকুরী-ক্ষেত্রে
খাও—অর্থাৎ গিলে নাও যা' তা',
রক্ষা করিতে পৈতৃক কর্ম্মে
শোনো—ঐ ডাকে service জাঁতা।
কে বলো কাঁদিবে মানেরি কান্না
যখন মুরুব্বি চাকী বই চান্ না !
সাজ, সাজ সকলে চাপ্‌কানে,
শোনো ঢঙ্ ঢঙাঢঙ ঘড়ি বাজে কানে।
চল আফিসে মুখে মাখিতে কালি,
জয় ট্রাম-কোম্পানী ! জয় পানওয়ালী !

সাজে কখনো কি হীন দোকানে
পেলব হস্তে গ্রহণ দাঁড়ি-পাল্লা ?
পল্লীগ্রামে—বাবা !—পদ্মার পারে
হয়ে যেন চাষা-ভূষো মাঝি মাল্লা !
ডেস্ক-নিবদ্ধ রবে দরখাস্ত !—
যখন বেরুলেই কিছু কিছু আস্‌ত !
সাজ সাজ সকলে চাপকানে
শোনো ঢঙ্-ঢঙাঢঙ্—ইত্যাদি।......

আফিসে নাহি দেখাইব দন্ত,
মৌন মুখে শুধু মারিব মাছি ;
ডরি না বড় বড়-বাবুর ফন্দ,
বেরুবার বেলা যদি না পড়ে হাঁচি।
টিকিয়া থাকিব, হব না ক্ষুব্ধ,
ছুরি, ফিতা, পেন্সিল্ ও পেন্সন্-লুব্ধ ;
সাজ সাজ সকলে চাপ কানে
শোনো ঢঙ্ ঢঙাঢঙ—ইত্যাদি।

ধাও ধাও চাকুরী-ক্ষেত্রে
চেপে দাও বাহিরের যত দরখাস্ত,
পুণ্য সনাতন পৈতৃক আফিসে
উড়ে এসে জুড়িলে হবে না বরদাস্ত !
সে দরখাস্তে করি' জুতা সাফ্,
উমেদারে জানাও গভীর পরিতাপ !
সাজ সাজ সকলে চাপ্ কানে
শোনো ঢঙ্ ঢঙাঢঙ ঘড়ি বাজে কানে।
চল আফিসে মুখে মাখিতে কালি,
জয় ট্রাম-কোম্পানী ! জয় পানওয়ালী !

হুঃ

(ওই) বৃদ্ধ বকিল মিথ্যা বকুনি,—
বজায় রহিল যুদ্ধ ;
(আর) যেহেতু খ্রীষ্ট নেহাৎ শিষ্ট
(তাই) ক্রুদ্ধ জগৎসুদ্ধ !
(ছাখো) শিংশপা-শাখে ঝোলে অহিংসা
রজ্জু বাঁধিয়া গলাতে,
(হুঁ হুঁ) মাতাল দুনিয়া চলিছে বেতাল-
পঞ্চায়তের সলাতে।
(শোনো) মাক্সিম রুপ্ মেচ্‌নিকফের
চাইতে মান্যমান হে,
(করে) ডাইনামাইট-আবিষ্কর্ত্তা
গরু-মেরে জুতা দান হে।
(তাই) ভাঙার চেয়ে যে গড়া ভালো বলে
তারে আমি বলি Pooh !
সাক্ষী আমার চেঙ্গীজ্ !—আছে
চাঙ্গা কবরে—
কোরাস্ ... ...হুঁঃ !

(ছাখো) সৃজন কাজটা নেহাৎ কুকাজ,
তার চেয়ে ভালো ধ্বংস ;

(তাই)　　দ্বাপরে শ্রীহরি দ্বারকায়, মরি,
　　　　　ধ্বংসিল নিজ বংশ।
(আর)　　ধ্বংসের ফিলজফি আউড়িয়ে
　　　　　মগজে বহাল লু,
(নৈলে)　　ব্রহ্মার ভুল শোধরাত কিসে?
　　　　　তোমরা তা' বল—
কোরাস্　　…　　…　　…হুঁঃ!

(স্থাখো)　　ব্রহ্মা করেন সৃষ্টি, এবং
　　　　　ধ্বংস মহেশ্বর,
(তবু)　　শিবেরই দেউল গাঁয়ে গাঁয়ে, কই
　　　　　ব্রহ্মার নেই ঘর!
(বোঝো)　　কাম চেয়ে, ভাই, যম বড় তাই,
　　　　　(যার) মহিষ মারয়ে ঢু
(হুঁ হুঁ)　　হুম্‌কিতে কে না থম্‌কে দাঁড়ায়?
　　　　　তোম্‌রা কি বল?—
কোরাস্　　…　　…　　…হুঁঃ!

(স্থাখো)　　চাষা বোনে ধান, যাঁরা ধ্বংসান
　　　　　তাঁরা হন মহাশয়,—
　　　　জমীদার, দাবীদার বা সিধার;
　　　　　চাষা সে চাষাই রয়।

(দাদা)　　জ্যান্ত লোকের ভাত রেঁধে হ'ল
　　　　রসুয়ে বামুন হীন ;
(ও সে)　　প্রেতের জন্য পিণ্ড রাঁধিলে
　　　　পূজা পেত চিরদিন ।
(অহো)　　মরণের পথে আল্‌পনা দিয়ে
　　　　(হ'ল) বামুন পূজ্য, ভাই,
(আর)　　জনমের কুঁড়ে আঁতুড় নিকায়ে
　　　　ছোটো জাত হ'ল ধাই ।
(তবে)　　কর আজীবন ধ্বংসে পূজন,
　　　　সৃষ্টিতে দাও থু
(কর)　　নাহক লড়াই হইয়া চড়াও
　　　　যার খুসী যত—
কোরাস্　　...　　...　　...হুঁঃ !

(এই)　　ইতিহাস কারে বলে তা' জানো কি ?
　　　　শোনো তোমাদের বলি—
(লাখো)　　লাখো খুন যারা ক'রেছে তাদের
　　　　নাম লেখা নামাবলী !
(আহা)　　সেই নামাবলী অঙ্গে জড়ায়ে
　　　　ঘুঘু ডাকে ঘুঘুঘু ;
(ওগো)　　যার যত আছে কামান তাহার
　　　　সম্মান তত—
কোরাস্　　...　　...　　...হুঁঃ !

(ভ্যাখো)　　কবি করিয়াছে কাব্যসৃষ্টি,
　　　　　　　　কে পুছে তাহার মূল্য ?
(হোথা)　　ক্রিটিকের গালি পায় করতালি—
　　　　　　　　বরাত তাহার খুল্‌ল !
(যত)　　র‍্যাজ্‌লা মতের গাঁজ্‌লা মুখে, ও—
　　　　　　　　র‍্যাজাটে সাহিত্যিক হে,
　　　　　　হিজ্‌ড়ে লেখক মিটাইতে সখ্‌
　　　　　　　　করে শুধু টিক্‌ টিক্‌ হে।
(তবু)　　বেজায় জবর পর-যশ-খোর
　　　　　　　　(ওই) উনুন্‌-মুখোর ফুঁ,
(ওই)　　ধ্বংসের ভূত ভারি মজবুত
　　　　　　　　তা' বুঝি জান না ?—
কোরাস্‌　　…　　…　　…হুঁঃ !

(তবে)　　নিয়ে আয় গাঁতি কাটারি কি জাঁতি
　　　　　　　　সৃষ্টির গোড়া খোঁড়,
　　　　　　নিয়ে আয় ডাং—চুরে-রাং-চাং—
　　　　　　　　নইলে বলিব 'মোড় !'
(তবে)　　কুচ্‌লিয়া-তিতা কুচুটে বুদ্ধি
　　　　　　　　কচ্‌লাও যত পারো,
　　　　　　মগজের ঘোঁজে কেউটিয়া সাপ
　　　　　　　　নাচাও নাচাও আরো !

(তবে) আন্ জেপ্‌লিন সভ্য সঙীন্
নহিলে ডাকিব 'তু !'
(ওরে) স্বর্গে না হয় জাহান্নমেই
(চল্) হাওয়া বদ্‌লাবি—
কোরাস্ ... ...হুঁঃ!

(ত্যাখো) সৃষ্টি যে ভুল সে কথাটা শেষে
ব্রহ্মাও বুঝেছেন,
(তাই) কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলিতে সৃজিলা
গাঁজা, গুলি, অহিফেন।
(যাহে) সৃষ্টি-কার্য্য পিছু হেঁটে ফের
দেখিবে কারণ-বারি,—
(সেই) 'কারণ' সৃজিলা প্রকাশিতে লীলা
রম্, ধেনো—রকমারি।
(সুখে) পান কর আর রামধনু দেখ
মেঘ্‌লা জীবন ভরিয়া,
(খাও) হুইস্কি ব্রাণ্ডি হাশীস্ ঠাণ্ডি
মরার আগেই মরিয়া,
যত খুসী খাও গোল্লায় যাও
শব্দ না করি টুঁ,
(বাবা) যমের সঙ্গে রফা হ'য়ে গেছে
তা' বুঝি জানো না?—
কোরাস্ ... ...হুঁ-উ!

রেজ্‌কী

অজ্ঞ যদি বাগ্মী সাজে মৌন হ'য়ে বসি।
শিখণ্ডী ধরিলে ধনু অস্ত্র না পরশি ॥

হাম্বারবে ষণ্ড কয় লাঙ্গুল তুলিয়া।
শুদ্ধ করো গঙ্গাজল গোবর গুলিয়া ॥

ষাঁড়ে তব পূজা-ভাগ খায়, বিশ্বেশ্বর !
সেই ষাঁড় কী প্রসবে ?—ষাঁড়ের গোবর ॥

ছুঁচো কয় "শোনো মোর কুলজীর পাঁতি,
গণেশের বাহনের আমি হই জ্ঞাতি।
বিধাতা অজাতশত্রু কৈল এ জনায়,
অজগরও জব্দ হয় ঘাঁটালে আমায় ॥"

হুড়মুড়ি' ঐরাবত শ্রী ঐতিহাসিক
কবিতা-কমল-বন ভাঙিছে, হা ধিক্ !
কাণ্ড দেখি' হেটমুণ্ডে ভাবি দিবারাতি
কমলে কামিনী কবে গিলিবেন হাতী ॥

হাস্যরসের প্রতি

হাস্য! তুমি উপভোগ্য,
করতালি পাবার যোগ্য,
পূজার অর্ঘ্য চেয়োনা তাই ব'লে;
বীভৎস-অদ্ভুতের জ্ঞাতি,
স্বল্প আয়ু, ক্ষণিক খ্যাতি,
এগিয়ে কোথা আস্‌ছ গণ্ডগোলে?
দাঁড়াও ঐ গ্যালারির কাছে,
তোমার আসন রিজার্ভ আছে
যে জায়গাটি যোগ্য তোমার পক্ষে;
পুরানো সব আলঙ্কারিক
চিনে তোমায় রেখেছে ঠিক্,
ধূলা তুমি দেবে তাদের চক্ষে!
কুক্কুটপাদ মিশ্র কদিন
ছিলেন কোন্ পণ্ডিতের অধীন্?—
দৌড়ে গিয়ে তারি খবর নাও গে;
উস্কে দিয়ে হাসির স্নায়ু,
লাফিং গ্যাস বা হাস্য-বায়ু
গ্রাম্য জনের নাকের কাছে দাও গে।
মহামেলার দুয়ার-দেশে
বসে থাক 'হা-প্রত্যাশে,'

স্বভাব-বক্র থান-কত কাচ নিয়ে ;
মন্দ, ভালো, বাঁকা, সোজা,
তোমার কৃপায় যায় না বোঝা,
চ্যাটাই-ঘেরা লাফিং-গ্যালারি হে !
শান্ত করুণ বীরের Chair
দখল করা নয়কো Fair,
মোটেই সহ্য করবেনা ত কেউ সে ;
সিংহ, ব্যাঘ্র তোমায় কে কয় ?—
গোবাঘা কি নেকড়েও নয়,
হাস্য-রসটা রসের মধ্যে ফেউ যে।
(তোমায়) পদ্ম বলে হয়নাক ভুল,
(তুমি) নও কদম্ব, চম্পা, বকুল,
নেহাৎ ক্ষুদ্র, নেহাৎ কৃপার পাত্র ;
(তুমি) মধ্যে-ছিন্ন,—শূন্য-গর্ভ,—
হাঁদা-হাবা-ভুতোর গর্ব্ব,—
উর্দ্ধমূল মূলার ফুল মাত্র !

হসন্তিকা

বন্ধু, ঘনিয়ে ব'স শীতের রাতে
হসন্তিকার পাশে,
'জ্বলদ্-বহুচ্ছিদ্র' যাহার
দাঁতের মতন হাসে।

হসন্তিকা—আঙারধানী—
চান্‌কে তোলে মন,
আঁচ লাগিলেও আরাম আছে
মজলিসীরা কন।
শীতের রাতে সঙ্গে রেখো
লাগ্‌তে পারে ভালো,
নিব্‌লে প্রদীপ কাণ্ড্‌রী আমার
দেবেও ঈষৎ আলো।
আরাম পেলে তারিফ কোরো,—
চাইনে বেশী আর;
আঁচ লাগিলে মাফ কোরো ভাই,—
কসুর এ জনার।
'হসন্‌' 'ধাবন্‌' কর্ম্মগুলির
কর্ত্তা তারাই হয়—
নষ্ট-চাঁদে ঘটায় যারা
থাম্‌কা অপচয়!
সেই স্পিরিটের একটুখানি
হসন্তিকায় আছে,
রঙ্গে ব্যঙ্গে কোলাকুলি
আরামে আর আঁচে!

কাণ্ড্রীর চিম্‌টে

(জবান্‌-পঁচিশীর জবাবদিহি)

১। জাদু কিয়া মুঝে তুঁহি (হিন্দি) আমায় তুমি জাদু করেছ।

২। কথং হসসি ? ব্রূহি (সংস্কৃত) কেন হাস ? তা' বলো।

৩। Tempo de dolci sospiri (ইতালীয়) মিঠে নিশ্বাসের মরসুম।

৪। হউয়ে তো বখৎ আবীয়ো (গুজ্‌রাতী) এই তো সময় এসেছে।

৫। In aure mea resonat tinnitus amoris (লাটিন) আমার কানে প্রেমের গুঞ্জন ধ্বনিত হচ্চে।

৬। ইম্‌তি করুচ কাঁই (উড়িয়া) এমন করছ কেন ?

৭। আনা হাব্বক্‌, আনা ঘ্যইদক্‌ (আরবী) আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমায় চাই।

৮। Je suis l'amour (ফরাসী) আমি মূর্তিমন্ত প্রেম।

৯। স্তটাচথ্‌ সুনত্থর (কাশ্মীরী) অতিশয় চমৎকার।

১০। তাহানি আচিলেঁা লরা মই (আসামী) তখন আমি যুবা ছিলুম।

১১। আথু ইরুক্কু মাত্তাতু (তামিল) এ হ'তেই পারে না।

১২। তোমোকাকু য়ুকিমাশো (জাপানী) চল্লুম তবে।

১৩। হো কেটি কাঞ্চি (নেপালী) ওগো কাঁচাবয়েসের মেয়ে।

১৪। হাই-সুঙ্‌-নিঙ্‌ হামোও নিগাজে (আদিম মার্কিন্‌) ঘুমো বাছা ঘুমো।

১৫। Esto e claro (স্পেনীয়) এ বেশ পরিষ্কার (বোঝা যাচ্চে)।

১৬। Blaghadariu vas (রুষীয়) ধন্যবাদ তোমায়।

১৭। চাঁগিয়া মানুখ্ (পাঞ্জাবী) ভালো মানুষ।

১৮। Gott sie guch gnadig (জার্ম্মান) ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।

১৯। এনেন্ আস্ ফতা (প্রাচীন মিসরী) আমার কোনো দোষ নেই।

২০। Askopos a luba (গ্রীক) কি দারুণ কষ্ট !

২১। লুতুর পেঠেই-এম্ (সাঁওতালী) কান ম'লে দাও।

২২। প্যারি গোদেল্ লিবাব্ (হিব্রু) স্ফীত বুকের প্রসব ; গর্ব্ব।

২৩। That's no fair game (ইংরেজী) এ খেলা ভালো খেলা নয়।

২৪। নি-উঙ্গ ইনিকো পেঙম্ উঙ্গ-আ ? (চীনে) আমায় আরাম কর্ত্তে পারো ?

২৫। নাচতা য়েই না আঁগন বাঁকড়ে (মারাঠি) নাচ্তে জানে না উঠানের দোষ।

২৬। সিঢ়িলহি দাব ণং (প্রাকৃত) একটু শিথিল কর।

২৭। মন তূ শুদম্ (ফার্সী) আমি হয়েছি তুমি।

২৮। বো-বো-বো য়া-হা-হা উক্-হু-হু (আফ্রিকা ; কঙ্গো) ছুটে আয়, শীকার পেয়েছি, কী আনন্দ। পশু-ভাষা আর মানবভাষার মাঝামাঝি এই নররাক্ষসদের ভাষা।

পঁচিশ ভাষার জবান্-পঁচিশী—শুন্তে গিয়ে দেখি !—
বাংলা নিয়ে উনতিরিশটে—একি ! আরে ! একি !

ন. কু. ক.